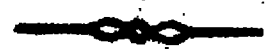
মহরম-চিত্র।



ফজলুর রহীম চৌধুরী এম, এ,
প্রণীত।



মূল্য ৷৵০ বার আনা মাত্র।

প্রকাশিকা
মিসেস এফ রহীম চৌধুরী
উলানিয়া, বরিশাল ।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—
মোহাম্মদী বুক এজেন্সী
২৯নং আপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার
মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ
মোহাম্মদী প্রেস
২৯, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

নূরনবী হজরত মোহাম্মদের

উদ্দেশ্যে

কি চাহনি আছে দেব, নয়নে তোমার ?
বিমলিন যার কাছে মৃগ-আঁখি-ঠার ;
সরমে চপলা হের লুকায় গগনে,
দেব, তব আঁখি দুটী অতুল ভুবনে।
জানিনাক আছে কি না রবির কিরণে,
অথবা চাঁদিমা গায়ে তব আঁখি-ভাষ,
পুণ্য এ 'চিত্র' কিন্তু পেয়ে সাড়া কার,
দিকে দিকে দিছে ঢেলে অফুরন্ত হাস।
তোমারি আলোক পেয়ে আশায় মাতিয়া,
কোরক পাপড়ীগুলি গিয়েছে খুলিয়া ;
কৈশোরের স্মৃতি মম ছিল সুপ্ত প্রায়,
আজ সে গগন পানে গরবে তাকায়।
বাণী পুত্র-অরি সমালোচনার ধার,
করে যদি ছিন্ন ভিন্ন পুস্তিকা আমার',
সমাজ কুপুত্র-দোষে যদি বা কখন,
'চিত্রের' হয় গো মম অকাল মরণ,
তোমারি মহিমা ধারা হৃদয়ে ধরিয়া,
উঠিবে পুস্তিকা মম গরবে ভরিয়া ;
এ হ'তে গৌরব আর কি আছে আমার ?
শোভুক করেতে তব ক্ষুদ্র উপহার।

নিবেদন

আমি যে কখন কাব্য লিখিব এমন মনে করিয়া এই পুস্তক প্রণয়ন আরম্ভ করি নাই। আমি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াই পুস্তকখানা লেখা আরম্ভ করি এবং যখন ঢাকা কলেজে 'আই-এ' পড়িতাম তখন সখ করিয়া মাঝে মাঝে কারবালা-সম্বলিত ঘটনার দু' একখানা চিত্র উক্ত কলেজ-ম্যাগাজীনে প্রেরণ করিতাম। আমার প্রোফেসার ও সমপাঠিগণ সকলেই আমাকে উৎসাহ প্রদান করিতেন। তাঁহাদের উৎসাহে প্রণোদিত হইয়াই আমার হৃদয়ে মাতৃভাষা চর্চ্চার একটা আকাঙ্ক্ষা জন্মে এবং তাঁহাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আজ সেই কবিতাগুলি একত্র করিয়া জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সাহসী হইয়াছি।

আমি ত বলিয়াছি, গ্রন্থখানি আমি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পরই আরম্ভ করিয়াছিলাম; তখন আমার বিবেচনা শক্তি তত পরিণতও হয় নাই, কাজেই ঘটনা সন্নিবেশ সম্বন্ধে অনেক দোষ রহিয়া গিয়াছে এবং অনেক স্থানে ইতিহাসের ব্যতিক্রম হইয়াছে বলিয়া বোধ হইবে। ঘটনা সন্নিবেশ পরিবর্ত্তন করিতে গেলে পুস্তকখানার আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, কিন্তু সাত নকলে আসল খাস্ত হয় এবং লেখার জীবনীশক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়, তাই তাহা করিতে বিরত রহিলাম। ইতিহাসের ব্যতিক্রম সম্বন্ধে আমার এই বলিবার আছে যে কাব্য হিসাবে তাহা ধর্ত্তব্য নহে। অনেক সময়ে আসল ঘটনার চারিদিকে কল্পিত ঘটনার সমাবেশ করিয়া আসলকে ফুটাইয়া তুলিতে হয়; তাহাতে আসলের কোন মানহানি হয় না।

পুস্তকখানার প্রুফ ও অন্যান্য নানারূপ ভুল সংশোধন সম্বন্ধে আমি জাতীয়-মঙ্গলের কবি বন্ধুবর মোজাম্মেল হক বি, এ, সাহেব এবং উলানিয়া করোনেশান হাই স্কুলের এসিষ্ট্যাণ্ট মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ। আমার যে সকল অকৃত্রিম বন্ধু এই পুস্তক প্রণয়ন সম্বন্ধে আমাকে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আমি আমার অকপট ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি তাঁহাদের উৎসাহে প্রণোদিত হইয়াই আজ ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সাহসী হইয়াছি। এখন জনসাধারণের আদর এবং উৎসাহই গ্রন্থখানির জীবনস্বরূপ হইবে।

এসহাক-মঞ্জিল।
উলানিয়া, বরিশাল।
ভাদ্র, ১৩২৪ সাল।

বিনীত
ফজলুর রহীম চৌধুরী।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

বহুকাল পরে খোদার ফজলে মহরম-চিত্রের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল। এই সংস্করণের জন্য মোহাম্মদীর ম্যানেজার মৌলবী খায়রুল আনাম খাঁ সাহেবকে আমার অশেষ ধন্যবাদ।

চট্টগ্রাম
ডিসেম্বর ১৯২৭ সাল।

বিনীত
ফজলুর রহীম চৌধুরী।

সূচী পত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বন্দনা।

দয়াময় গর্ব্বহারী হে বিশ্ব পালক,
বিপদ বারণ তুমি, ধরণী চালক।
অনাদি, অনন্ত তুমি প্রেমপারাবার,
মহিমার সিন্ধু তুমি অতীত চিন্তার।
পাঠা'লে করুণা করি শেষ পয়গম্বার,
জগতে এস্‌লাম সত্য করিতে প্রচার।
একেশ্বরবাদে পূর্ণ হইল জগত ;
(ধন্য তুমি শেষ নবি, ধন্য মোহাম্মদ !)
তিমির নাশিয়া ধীরে উঠিল তপন,
কোরানের গানে, প্রভো, মাতিল ভুবন।
দাও প্রাণে, দয়াময়, কবিত্ব উচ্ছ্বাস,
হয় যেন হৃদে মোর ভাবের বিকাশ,
গাহিতে কারবালা-কথা এস্‌লামের জয়,
পাপের পতন আর ধর্ম্মের বিজয়।
দশদিশি গানে তব উঠুক মাতিয়া,
উজলি' জ্ঞানের ধারে হৃদি আলোকিয়া।

কল্পনার-আশিস্।



তুষারশুভ্র, বিশদবরণা,
পঙ্কজবদনী হরিণীনয়না,
বীণা করে ধরি কল্পনা বালা ;
ঢল ঢল ঢল আঁখি উৎপল,
অমল আভায় বদন উজল,
উছলি উঠিছে বিমল আলা।

আননের তাঁর শান্ত করুণা
বিতরে চৌদিকে স্বর্ণ জোছনা,
বিজলি খেলে গো নয়নে,
পদতলে কত ফুটিছে তারকা—
শিশিরসিক্ত, হীরক রাকা,
অঞ্চল উড়িছে গগনে।

হাসিতে তাঁর জগত টলে,
পাষাণ শিলা যায়গো গলে,
বিদ্যুৎ উঠে বিকাশি ;
আবার কখনো ভ্রূভঙ্গে তাঁর
খসিয়া পড়ে তারকা-হার,
নিবিয়া যায় চাঁদের হাসি।

ক্রোধেতে তার অশনী ছুটে,
মেঘের কোলে বজ্র ফুটে,
উঠে সাগর কল্লোলি ;
পর্ব্বতের দৃঢ় বক্ষ হানি
লেগে যায় হানাহানি,
সানুদেশ বেগে উঠেগো টলি।

হাসিছে বালা মধুরতাময়
ভাসিছে অদূরে মূরতিনিচয়,
বাণী-বীণা-সুরে মাতিয়া ;
দেহ থরথর, ভাবে ঢলঢল,
আঁখি ঢুলু ঢুলু, প্রেমে টলমল,
উঠিল সকলে নাচিয়া।

শিহরি উঠিল অনন্ত গগন,
বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল ভুবন,
উথলি ছুটে মধুর গান ;
ধীরে ধীরে স্বর নামিয়া এল,
রাগিনী শুধু জাগিয়া র'ল ;
কাঁপায়ে বিমান ছুটীছে তান ।

মূরতি সব সে তানে মাতি,
রাগ রাগিনী মালিকা গাঁথি,
মাতায়ে তুলিল আবার গান ;
গলাতে দোলায়ে মণির মালা,
কল্পনার সেই অমিয় বালা,
করিল সবারে আশিস্ দান ।

"তোমাদের গানে,
তোমাদের তানে,
সকলে দুঃখ ভুলিবে ;
তোমাদের হাসে,
তোমাদের ভাষে,
স্বরগ-উৎস খুলিবে ।"

বীরত্বের কথা,
করুণা মমতা,
গাহিবে হর্ষে ধরণী ;
মানব প্রাণে
পিরীতি বহিবে
স্মৃতির নির্ঝর,
উথলি উঠিবে,
স্বর্ণ উজল বরণী ।

বলিয়া বালা বদন ঘুরায়ে,
বাতাসের গায়ে দীপ্তি ছড়ায়ে,
মিশিয়া গেল গগনে ;
সান্ত্বনা পূর্ণ আশিস্ রাশি,
কবির মুখে শান্ত হাসি,
জাগাল শুভ লগণে ।

মহরম-চিত্র



কাসেদ।

আরবের মরুপ্রান্তে তিমির নাশিয়া,
উদিতেছে ধীরে ধীরে বিমল তপন ;
বালুকণা সৌরকরে হয়ে প্রতিভাত
ধরিয়াছে দেহ পরে রজত কিরণ।
সুন্দর বেশেতে মরু হয়েছে শোভিত,
অনন্ত বালুর রাশি অপূর্ব্ব বরণ।

ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি করিছে সাহারা,
দূরে দূরে মরীচিকা ধাঁধিছে নয়ন ;
বিদেশী বণিকগণ আল্লা নাম স্মরি
নিজ নিজ উপাসনা করি সমাপন,
চলিয়াছে উটপৃষ্ঠে প্রফুল্ল অন্তরে,
চলিছে উটের সারি মন্থর গমন।

বালুর সাগর ভেদি অসংখ্য বিপদ—
আসিছে গ্রাসিতে যেন মুখ বিস্তারিয়া,
মরুপুত্র বেদুইন, সর্দ্দার নিজাম,
বণিক-আতঙ্ক তারা, সশস্ত্র আসিয়া
চোখের পলকে হের লুটি পণ্যরাজি,
মরুর প্রান্তরে পুনঃ যাইছে মিশিয়া।

মধ্যাহ্ন তপন যবে শিরের উপরে,
অজস্র অনলরাশি করে বরিষণ,
বিষাক্ত সিরাক্কো যবে হয়ে প্রবাহিত
বণিকের প্রাণ করে আতঙ্কে পূরণ,
পূণ্য তীর্থ মক্কাযাত্রী নির্ভীক সন্তান,
অকম্পিত পদে কিন্তু করয়ে গমন।

ধীরে ধীরে পড়ে যবে নৈশ যবনিকা,
পথহারা দিশাহারা পথিক যখন
নিশার আঁধার ঠেলি পাগলের প্রায়
অনন্ত মরুর মাঝে করে বিচরণ ;
শৃঙ্গে শৃঙ্গে সঙ্কেতাগ্নি জানায় তাদেরে
সেথায় মিলিবে চারু প্রাণ আবাহন

অসভ্য বেদুঁনদের অতিথির সেবা
লজ্জায় আবরে হায় সুসভ্য সমাজ!
অতিথি শত্রুর প্রতি মহত্ব তাদের
জাগায় সুসভ্য প্রাণে ঘোরতর লাজ,
যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের কৌশল অশেষ
পরায় সাদরে শিরে বীরত্বের তাজ।

বিপদসঙ্কুল হেন মরু অতিক্রমি,
চলিছে কাসেদ এক মদিনা নগরে,
(রাজার কাসেদ বলি হেন মনে হয়)
দামাস্কের পাঞ্জা হের শোভিতেছে করে,
সঙ্গেতে মোহরাঙ্কিত রাজার লিপিকা,
কল্পনে! চলগো হেরি কি লেখা ভিতরে।

এজিদের পত্র।

"জয়নাব, তব আশে কিনা করিয়াছি ?
শত শত বাধা বিঘ্ন বিফল করিয়া
ধাইনু তোমার পানে ; তার প্রতিদান
হাসানে লইলে তুমি হৃদয়ে বরিয়া।

ধনে রূপে সমকক্ষ কে আছে আমার ?
এজিদ হাসান হ'তে কত উচ্চতর !
তুমি কিনা তারে ওগো অবাধে ঠেলিয়া
ফকির হাসান-করে দিলে নিজ কর।

কিন্তু এ সাধের ঘর ভাঙ্গিব তোমার,
জ্বালাব ও সুখগৃহে শোকের আগুন,
সে অনলে জ্বলি হায় ও সোণার হৃদি
হইবে হইবে ভস্ম পুড়িয়া দারুণ।

হাসান,—

এজিদের মুখগ্রাস লইছ কাড়িয়া,
আহুতি হইবে এর জীবন হননে
আরবে জ্বালায়ে দিব সমর অনল,
জ্বলিরে ভীষণ অগ্নি সুখের কাননে।

লভিব জয়নাবে আমি, লভিব নিশ্চয় ;
শত শত বাধাবিঘ্ন তৃণজ্ঞান করে
ফেলিব সরায়ে ; হাসানের প্রাণনাশ
নিশ্চিত নিশ্চিত বলি জানিও সমরে।

যেই অগ্নি জ্বালায়েছ হৃদয়ে আমার,
হাসানের বংশলোপে নির্ব্বাণ তাহার,
জ্বলিবে সমর বহ্নি জ্বলিবে আরব
অচিরে মদিনা ভূমি হইবে কান্তার।

ভারবাহী পশু সব দ্বিখণ্ডিত হ'য়ে
এজিদের প্রতিহিংসা জানাবে জগতে,
সতীর সতীত্ব নাশ, প্রাণীর সংহার,
জ্বালাবে নরকবহ্নি সুখের মরতে।

সাধের বিটপিশ্রেণী লুটিবে ধূলিতে
জাগাবে আরববক্ষে শোক হাহাকার ;
নরকের প্রেতমূর্ত্তি ভ্রমিবে জগতে,
পিশাচের লোল জিহ্বা করিয়া বিস্তার।"

হাসান ও হোসেন।

ভূতলে স্বরগ সম মদিনা নগরী
জগত-কীরিট-মণি কিবা মনোহর!
মাঝে মাঝে গিরিশিরে তারকার সাথে
শোভিতেছে অর্দ্ধচন্দ্র পতাকা সুন্দর।

রাজপথে জনগণ চলে অবিরাম,
উঠিতেছে হর্ষধ্বনি মুখরি নগরী ;
ঢালিছে জীবের প্রাণে সুখ শান্তি বারি
বাসন্তী পবন ধীরে সুবাস সঞ্চরি।

অদূরে শোভিছে হের সমাধি সুন্দর!
(জগতের জনমান্য নবির সমাধি,)
অঙ্গনে নামাজে রত ভকতের দল,
স্মরিতেছে বিধাতায় বক্ষে হস্ত বাঁধি।

মর্ম্মরে গ্রথিত অই জীবন্ত চিত্রিকা
মোস্লেম গৌরব গাঁথা করিছে প্রচার ;
সত্য-সনাতন ধর্ম্ম এসলাম জগতে,
উদার মহান্ ও গো চিত্র মহিমার।

মস্‌জিদ সোপানে হের দাঁড়ায়ে হোসেন
দামাস্ক-কাসেদ লিপি ধরিয়া করেতে,
ভ্রাতৃবর হাসানের বদন নিরখি,
এজিদের লিপিকথা বর্ণিছে ক্রোধেতে।

"ভ্রাতঃ,

হের এই এজিদের সাদর আহ্বান!
পিশাচের কুমন্ত্রণে হইয়া চালিত
অগণিত সেনা সহ করিয়াছে রণ,
করিতে পবিত্র ভূমি কালিমা আবৃত।

ভাবে নাই ক্ষণতরে কি মহা প্রলয়
করিবে আকুল এই আরব পরাণ
শোষিবে কাফের রক্ত প্রতিশোধ ল'তে
বুকেতে বিঁধিয়া তীক্ষ্ণ শাণিত কৃপাণ।

আরবের প্রাণে পাপী অম্লান বদনে,
চাহিছে ভীষণ ব্যথা করিতে প্রদান,
কি যে প্রতিহিংসা তার, কি যে প্রতিশোধ
সুপ্তোত্থিত আরবের ধর্ম্মগত প্রাণ—

দিবে পরিচয় যবে অসিতে অসিতে
দিবে পরিচয় তারা তীক্ষ্ণ ভল্ল, শালে ;
অসির ঝঞ্ঝনে যবে কাঁপিবে মেদিনী,
কি যে লেখা আঁকা আছে এজিদের ভালে !

ভ্রাতঃ,

দোষ তব, প্রদিয়াছ আশ্রিতাকে ছায়া,
পীড়িতাকে করিয়াছ অভয় প্রদান ;
করিয়াছ কর্ণপাত লাঞ্ছিত-ক্রন্দনে,
মানিনীর হস্তে হস্ত করিয়াছ দান।

এজিদের কূটমন্ত্রে হইয়া জড়িত
যবে পতি ভার্য্যা তার দিলা বিসর্জ্জন,
স্নেহ মমতায় তুমি কোলে তুলে নিলে,
দিয়া তাঁরে স্বরগের প্রেম আলিঙ্গন।

ভ্রাতৃসম যেই ছিল বাল্যকাল হ'তে,
আজ কি না তোষামদে হইয়া চালিত
দামাস্ক স্বাধীন বলে করিছে ঘোষণা,
করিতে মক্কার শৌর্য্য চির আবরিত।

লভেছিল যার পিতা পিতৃদেব হ'তে
প্রভু—পুরস্কার-রূপে ক্ষুদ্র দামাস্কস,
আজ কি না তার পুত্র অহঙ্কার ভরে
কহিছে মোদের হ'তে দামাস্কের বশ।

অহঙ্কারে সেনা তাই করিছে প্রেরণ
মক্কার স্বাধীন ধ্বজা কাড়িয়া লইতে,
কাটিয়া লইতে ভ্রাতঃ, আমাদের শির,
জয়নাবে তার হস্তে প্রদান করিতে।

মোরা কি এতই হীন করিতে বহন,
মোরা কি নির্জ্জীব এত পিঠ পেতে লব,
এজিদের অপমান,—পিশাচের লাথি ?
মক্কার স্বাধীনসূর্য্য অতলে ডুবাব !

যাহাদের প্রিয়খেলা অসিতে অসিতে,
স্বাধীনতা ধর্ম্মজ্ঞানে পূজে যারা হায় !
তাহাদের সাথে বাদ ! এর প্রতিদান
কি যে এক মহা যোগ বলা নাহি যায় !

মক্কার প্রান্তরে যবে ছুটিবে শোণিত,
বহিবে লহরে যবে রক্ত-তরঙ্গিণী, ;
পৈশাচিক রবে হবে পূর্ণ চরাচর,
নাচিবে উল্লাসে যবে শকুনি গৃধিনী ;

রবিকরে ঝকমক-করি বারবার,
হোসেনের তরবারি তীক্ষ্ণ খরতর,
নাশিবে অরাতি যবে, দেখিবে তখন
হোসেনের পরিচয় পাইবে পামর।

কাশেদ,

যাও চলে, বল গিয়ে প্রভুকে তোমার,
এর প্রত্যুত্তর হ'বে অসিতে অসিতে,
ধরি অস্ত্র দৃঢ়করে শত্রু বিনাশিয়া
দিব পরিচয় মোরা অকম্পিত চিতে।

বলিতে বলিতে প্রভু জানুপরে বসি,
দুই হস্ত যোড় করি ভক্তিপূর্ণ স্বরে,
দুই গণ্ডে অশ্রুবারি হইছে পতিত,
বলিতে লাগিল বীর করুণ অন্তরে ঃ—

"জগতের অধিপতি প্রভু পরমেশ,
শকতি নাহিক মোর করিতে প্রার্থনা,
নাই যে তোমার ঐ করুণার শেষ,
কি দিয়া তোমায় খোদা, করিব অর্চ্চনা।

কিছু নাহি প্রিয়বস্তু ধরণী-উপর,
অর্ঘ্য দিতে পারি যাহা সুবিমল পদে;
উচ্চচিন্তা কিছু নাহি ধরণী-ঈশ্বর,
মম এই পাপপূর্ণ ক্ষুদ্রতম হৃদে।

দাও হে শকতি ঈশ, করিতে প্রার্থনা,
কর মোর ক্ষুদ্র হৃদি প্রেমের নিলয়,
দাও তব মহিমার ক্ষুদ্র এক কণা,
সুখে দুখে লই যেন তোমারি আশ্রয়।

সময়েতে পারি যেন জনগণে দিতে,
তোমাদত্ত এই ক্ষুদ্র প্রেম ভালবাসা;
মহিমার অণুকণা দিবে না কি চিতে?
করুণা-ঈশ্বর তুমি দিওনা দুরাশা।

চির-দুখ-শোক-দৈন্য দলিত যে জন
সেও কি প্রাণের মাঝে গড়ে না কল্পনা ?
কত কি আশায় মেতে তারো ক্ষুদ্রপ্রাণ
ভরে সুখে, মুছে যায় অসার ভাবনা।"

যুদ্ধ-সংবাদ।

চল গো কল্পনে সখি, হৃদয়মোহিনি,
এজিদের রাজধানী দামাস্ক নগরে,
শোভিতেছে হর্ম্ম্যরাজি কিবা মনোহর!
গর্ব্বভরে উর্দ্ধশিরে চাহিয়া অম্বরে,
সঙ্গীত তরঙ্গে যেন ভাসিছে নগরী,
অমল জোছনা রাশি ধরি দেহ পরে।

উঠিছে দুর্গের চূড়া ভেদিয়া গগন,
সুরক্ষিত দামাস্কস অত্যুচ্চ প্রাচীরে,
তোরণে প্রহরীদল ভীম দরশন,
মুক্ত অসি করে লয়ে বিচরিছে ধীরে,
প্রহরী বেষ্টিত হের এজিদ-প্রাসাদ,
ভূতলে স্বরগ সম স্রোতস্বিণী তীরে।

অযুত কিশোরী-কণ্ঠ হুর-স্বর জিনি,
রবাবের তানে তানে ধরিয়াছে গান,
নাচিতেছে বামাদল রাগিণী তরঙ্গে,
স্খলিত বসন খানি, অপাঙ্গ নয়ান,
লালসা জড়িত চোখে চাহিছে এজিদ,
শিরাজী নেশার ঘোরে হয়ে লাবেজান।

নিবেদিল হেন কালে উজির মারোয়াঁ,
"বন্দেগি জাহাপানা, আরব-ঈশ্বর,
যুদ্ধের সংবাদ লয়ে আসিয়াছে দূত,
পরাজিত মদিনায় অলিদ প্রবর।"
ছুটিল মদের নেশা, চাহিল এজিদ,
হইয়াছে আঁখিতার রক্তজবা ঘোর,
ক্রোধেতে বদন তুলি জিজ্ঞাসিল দূতে,
কাঁপিল সভয়ে সবে সভার ভিতর।

"কেন হে নীরব মুখে কাসেদ প্রবর!
কেন হে মলিন মুখে ভূমিতে চাহিয়া?
বলহে যুদ্ধের বার্ত্তা নির্ভয় অন্তরে,
শুনিতে উৎসুক অতি এ চঞ্চল হিয়া।"
"পরাক্রান্ত মহারাজ দামাস্ক-সম্রাট,"
বলিতে লাগিল দূত মস্তক তুলিয়া।
"কেমনে বর্ণিব আমি সে যুদ্ধ কাহিনী!
স্মরণে এখনো মোর কেঁপে উঠে হিয়া,
আল্লাহো আল্লাহো রবে কাঁপায়ে ভুবন,
আরবেরা যুদ্ধক্ষেত্রে বেগে প্রবেশিয়া,
ঝুলে ঢাল পৃষ্ঠে পরে, হস্তে তরবার,
রঞ্জিছে ধরণী বক্ষ অরাতি নাশিয়া।

দেখিনু অশ্বিনীপৃষ্ঠে হোসেন প্রবর
বসন লোহিত বর্ণে হয়েছে শোভিত ;
কাটিয়া চলিছে সৈন্য অক্লান্ত বদনে,
অস্ত্র তার শত্রুপরে হইছে ঘূর্ণিত,
অশ্বের দাপটে ধরা করে টলমল,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শত্রু হইছে পতিত।

অদূরে দাঁড়ায়ে এক পুরুষপুঙ্গব
হেরিতেছে আহবের মূরতি ভীষণ,
ক্ষণে ক্ষণে আক্ষেপিছে জীবহত্যা তরে,
বেদনায় পরিব্যাপ্ত কোমল আনন ;
অবশেষে আদেশিল যুদ্ধ ক্ষান্ত তরে,
করুণার মূর্ত্তি তিনি এমাম হাসন্।

উড়িল বিজয়ধ্বজা রণাঙ্গণ পরে,
গাহিল সকলে হর্ষে এমামের জয়,
পড়িল দরুদ সবে প্রান্তরে প্রান্তরে,
গাহিছে আরব জয় রমণীনিচয় ;
হইতেছে পুষ্পবৃষ্টি যোদ্ধৃগণ-শিরে
মদিনা নগরী যেন আনন্দ-আলয়।

আরবের জয়গাঁথা শুনিতে শুনিতে
মুহূর্তে সকল জ্ঞান হারাল পামর,
পলকে উন্মুক্ত করি শাণিত কৃপাণ,
আমূল বসায়ে দিল বক্ষের ভিতর,
তা'সহ হইল শেষ কাসেদের খেলা
বহিল পিশাচ-মুখে হাসির লহর ।

হাসানের মৃত্যু।

কে তুমি রমণি অয়ি, নিশার আঁধারে
অগ্রসিছ ধীরে ধীরে হাসানের ঘরে ?
কেন বা কাঁপিছে দেহ থর থর করে,
কি বাসনা লুক্কায়িত কোমল অন্তরে ?

নিস্তব্ধতা বিরাজিছে ধরণীর বুকে,
নীরব সুপ্তিতে ধরা সুখ-আচ্ছাদিত ;
এহেন সময়ে ওগো কোন অভিনয়ে
ধরার সুন্দর বক্ষ হবে কলুষিত ?

জলাধার-মুখবস্ত্র করি উন্মোচন,
সঙ্গোপনে কি ঢালিছ নির্ব্বোধ রমণি ?
মামুনার কুটমন্ত্রে হইয়ে দীক্ষিত,
কালিমা আবৃত হায় করিলে ধরণী !

সুখের আশায় মাতি করিলে যে কাজ,
চিরদিন অপযশ ঘুষিবে জগত ;
ঈর্ষাবশে যেই পাপ করিলে অর্জ্জন,
সে পাপের ফলে হায় জ্বলিবে সতত !

জয়নাব-সুখ দেখি সহিল না প্রাণে,
তাই বুঝি প্রয়োগিছ তীব্র হলাহল ?
করিতে স্বামীর প্রাণ সমূলে বিনাশ,
সুতীব্র গরল দানে কি সান্ত্বনা বল ?

পিশাচের মন্ত্রণায় হয়ে প্রতারিত,
স্বামিহন্ত্রী হলে হায় জাএদা সুন্দরি !
কিন্তু এ মোহের ঘোর কাটিবে যখন,
ও দেহ হইবে কালী অনুতাপে পুড়ি।

হাসান স্বপ্নের ঘোরে উঠিল বলিয়া,
"দিওনা, দিওনা তারে ও অনলে ডালি,
সহসা জাএদা-প্রাণ উঠিল কাঁপিয়া,
হায়রে এজিদ্ আজ কি পাপ ঘটালি !

খেলিতেছে সুধাকর জোছনা মাখিয়া
তারারাজি মিটিমিটি করিছে আকাশে ;
এহেন সময়ে যদি উঠে কাল মেঘ,
চঞ্চলা চপলা যদি গগনে বিকাশে,

মানব পরাণ ক্ষোভে উঠে গুমরিয়া,
মথিত করিয়া তার বিষাদ হৃদয়
উঠে অভিশাপ ; পারে কি রোষের ভরে
প্রকৃতির ভাগ্যসূত্র করিতে বিলয় ?

ঐ যে মদিনা-রবি অস্তমিত হায় !
বিষাদে আবরি কত মানব হৃদয় ;
পারে কি ভাঙ্গিতে কেহ মরণের ফাঁদ,
জীবনের কালরাহু করিবারে জয় ?

হাসানের কণ্ঠভেদি উঠিছে যে স্বর
পাপীর অভয় তাহা, অনন্তের দান !
ক্ষমার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি এমাম হাসান,
হৃদয়ের স্তরে বাঁধা কি সুন্দর তান !

"সর্ব্ব অঙ্গ জ্বলিতেছে বিষের দহনে,
উঃ কি জ্বালা ! যাই আমি, বিদায় হোসেন !
জানি আমি যে অভাগী বিষের প্রয়োগ
করিয়াছে, প্রাণ মোর করিতে হরণ।

ভাই, তব পাশে মোর এই আকিঞ্চন,
সখিনা, কাসেমে করো বিবাহ বন্ধন,
বহুদিন এই আশা জেগেছিল মনে,
সময় অভাবে কিন্তু হল না পূরণ।

যে দিয়াছে বিষ তার করোনা সন্ধান,
করিও না কোনরূপ শাস্তির বিধান ;
পিশাচের অপরূপ মোহের ছলনা,
রোধিবারে পারে নাই দুর্ব্বল পরাণ !

ক্ষমা করিলাম তারে, প্রাণের হোসেন,
স্বরগেও নিয়ে যাব মোর এই পণ।"
দেখিতে দেখিতে তার মুদিল নয়ন,
স্বর্গপুরে চলে গেল এমাম হাসন্।

* * * *
* * * *

এজিদ হাসান বধে ধনের ভাণ্ডার,
খুলিয়া দিয়াছে তার উৎফুল্ল অন্তর ;
সিরাজী পরাণ ভরে করিতেছে পান,
জমিয়া উঠিছে তার মদিরা-আসর,
শাদিয়ানা বাজিতেছে প্রাসাদে প্রাসাদে,
গাইছে নর্ত্তকীবৃন্দ জয় এজিদের।

ঘোষিতেছে রাজদূত দামাস্ক নগরে
হাসান-নিধন-বার্ত্তা। করিছে প্রচার
জয়নাদে এজিদের প্রমত্ত আদেশ,
"কর স্ফূর্ত্তি, গাও জয় নব বাদসার;
ধন নিতে পার তব যত ইচ্ছা হয়,
খুলিয়া দিয়াছে ভূপ ধনের ভাণ্ডার।

রাজ কার্য্য বন্ধ র'ল সাত দিন তরে,
করিবে না শোকচিহ্ন শরীরে ধারণ ;
একবিন্দু অশ্রুজল ফেলে যদি কেহ,
সহস্র শোণিত-বিন্দু করি নির্গমন
লইব রে প্রতিশোধ—এই রাজাদেশ,
মাত হে উৎসবে সবে হসিত আনন।
পাঠক, প্রবেশি এবে মন্ত্রণা আগারে,
দেখে আসি এজিদের করাল তর্পণ।

এজিদের মন্ত্রণা।

প্রকোষ্ঠ কাঁপায়ে রোষে কহিল এজিদ,
"এখনও বিষ দাঁত ভাঙ্গিল না তার?
এখনো সে অধীনতা করে অস্বীকার,
দেখিব কেমনে বাঁচে জীবন তাহার?

সে দিন সমরাঙ্গনে কোন ভাগ্যফলে,
লভিয়াছে জয় পাপী, তাই অবিরাম
গর্ব্বভরে ধরাখানা করে সরা জ্ঞান;
এবার নিজেই আমি করিব সংগ্রাম।"

কহিল মারোঁয়া মন্ত্রী দাঁড়ায়ে তখন;
"প্রভো, এ অধীন দাস এখনো জীবিত,
এখনো এ ধমণীতে বহে রক্তধার,
এখনো যৌবন মোর দেহে বিরাজিত।

দেখিয়াছি রণে আমি বীর্য্য হোসেনের,
কাসেমের অস্ত্রখেলা মরণ জড়িত;
আরবের প্রতিহিংসা দেখিয়াছি প্রভো,
এ আহবে পরাজয় নিশ্চিত নিশ্চিত।

জেয়াদ হোসেন-বন্ধু কুফার অধিপ,
জানে না করুণা কভু, কঠিন হৃদয়,
পাঠান কাসেদ এক মণিমুক্তাসহ ;
কৌশলে অরাতি নাশ সঠিক নিশ্চয়

ছলেতে হোসেনে তথা লয়ে যায় যেন,
মুখেতে বন্ধুতা অতি দেখায়ে তাহায়
ঘাতকের হস্তে যেন করেন নিহত;
এর চেয়ে শ্রেষ্ঠতম না দেখি উপায়।”

দাঁড়াল হামান মন্ত্রী মনস্বী সুজন,
বলিতে লাগিল বৃদ্ধ নির্ভীক অন্তরে,
“মহারাজ, কেন এত রোষ আপনার,
কেন এ প্রবেশ প্রভো সিংহের বিবরে ;

পৃথিবীতে কোন স্বার্থ নাই যাহাদের,
মানবের উপকার করেন সাধনা,
তাহাদের প্রতি বৃথা কেন এত রোষ ?
কেন প্রভো, তাহাদের হনন্-কামনা !

আরবের এক প্রান্তে বসতি যাঁদের,
একবৃন্তে দুটী ফুল সম ছিল যাঁরা,
ছিঁড়িয়া অকালে প্রভো কি পাইলে ফল ?
জাগালে হোসেন-প্রাণে ভীষণ সাহারা !

আর না, আর না প্রভো, হইয়াছে ঢের,
মৃতোপরি এ আঘাত কেন গো আবার ?
প্রভাতেই হোসেনেরে ঢেকেছে আঁধার,
আর না হইবে উষা জীবনে তাহার।”

মারোয়াঁ কহিল রোষে, “বিজ্ঞ মন্ত্রিবর,
বৃদ্ধ হ’লে মানবের বুদ্ধিদোষ হয় ;
নতুবা তোমাতে কেন এত অবনতি ?
এত অবসাদ কেন সারা দেহময় ?

ভূপতি নিজের বলে হইবে সম্রাট,
হইবেন ছত্রপতি পৃথিবী ভিতরে ;
তোমার তাহাতে কেন মাথাব্যাথা এত ?
কেন তব মায়া এত হোসেনের তরে ?

পৃথিবী গাইবে হর্ষে এজিদের জয়,
মুখে মুখে গীত হবে এজিদের গান ;
তোমার তাহাতে মন্ত্রী জ্বালা কেন এত ?
কেন সম্রাটের তুমি কর অপমান ?”

গর্জ্জিল এজিদ রোষে আবার তখন,
“সেনাপতি, সত্যবটে তুমি যা বলিলে,—
বৃদ্ধ হলে মানবের বুদ্ধি লোপ পায়,
পামরে করহ বন্দী লৌহের শৃঙ্খলে।

আজন্ম আমার অন্নে বর্দ্ধিত শরীর,
ভক্তির চূড়ান্ত আজ দেখা’ল আমায়।
শত্রুকে প্রশ্রয় দিতে বলিতেছে পাপী,
এমন কৃতঘ্ন আর কোথা আছে হায় !

সেনাপতি,

পাঠাও কাসেদ এক কুফা নগরীতে,
সাথে তার দাও বহু ভেট্ মূল্যবান ;
উপযুক্ত রক্ষী দাও সঙ্গেতে তাহার,
গোপনেতে যায় যেন, খুব সাবধান।”

জেয়াদের স্বপ্ন।

পাপের অপূর্ব্ব শক্তি কুহক অশেষ।
কল্পনা করে না তাহা সরল হৃদয় ;
মোহের ছলনে সদা থাকে আবরিত,
হয়না প্রাণেতে তাহা কভুও উদয়।

ক্ষীরের ভিতরে ঢাকা বিষের ছুরিকা,
জানিতে পারে কি তাহা নির্দ্দোষ হৃদয় ?
কিরূপে জানিবে লোকে জেয়াদের প্রাণ
মুদ্রালোভে হইয়াছে বিষের নিলয় !

জেয়াদ গড়িল এক অপূর্ব্ব স্বপন,
"স্বর্গীয় মূরতি এক দেখেছি শিয়রে,
হাতে শোভে আষা, গায়ে সাদা পির্‌হান,
উজ্জ্বল মুকুট তাঁর রমনীয় শিরে।

বলিতেছে "প্রিয় বৎস, হোসেন আমার
ভ্রাতৃহীন, সঙ্গিহীণ, কাঁদে দিনরাত,
নির্দ্দয় এজিদ পুনঃ করিতেছে রণ,
ভেঙ্গে দাও অবিলম্বে তার বিষদাঁত।"

দেখিতে দেখিতে মূর্ত্তি হইল বিলীন,
চিনিলাম তিনি হজরত মোহাম্মদ ;
আবেগে বিভোর হয়ে করিলাম আমি
মোনাজাত, ভক্তিভরে হয়ে গদ্‌গদ্।

আজ হ'তে কুফা রাজ্যে করহ প্রচার
হোসেনের সেবা তরে করিলাম পণ,
এজিদ-বিপক্ষে আমি ধরিলাম অসি
হোসেনের তরে আমি করিব রে রণ।

এখনি পাঠাও দূত মদিনা নগরে,
হোসেন মদিনা হতে কুফা আসে যেন,
দেখিব এজিদ দেহে ধরে কত বল ?
মরণের সাধ এত হইয়াছে কেন ?"

মদিনায় সভা।

পাইয়া জেয়াদ-লিপি হোসেন সুমতি
করিলেন মহা সভা মদিনা শহরে,
"ভ্রাতৃগণ, শুন তবে, কর অবধান,"
বলিতে লাগিলা বীর শোকাকুলস্বরে।

"একে ত ভ্রাতার শোকে আছি বিচলিত,
চিতাপ্রায় জ্বলিতেছে হৃদি অনিবার ;
ও দিকে অলিদ পাপী লক্ষ সৈন্য সহ,
আক্রমিতে দেশ মোর আসিছে আবার।

যুদ্ধই ধরম জ্ঞানে সেবিতাম আমি,
আজ কাঁপিতেছে হিয়া এজিদের ভয়ে,
দেহ অবসন্ন যেন, বল নাই হাতে,
কণামাত্র তেজ নাই এ বীর-হৃদয়ে।

শত বিভীষিকা আসি স্বপনের ঘোরে
দেয় দেখা, আর আসে হাসানের ছায়া।
ইসারায় ডাকে মোরে বলে "আয় আয়,
করিস্‌নে ভাই আর পৃথিবীর মায়া।"

জেয়াদ আমার বন্ধু ধীমান্, সুজন,
কপটতা লেশ নাই হৃদয়ে তাহার ;
ডেকেছে আমায় যেতে কুফা নগরীতে,
স্বার্থশূন্য বীর সে যে গৌরব ধরার।"

বলিল প্রাচীন এক উঠিয়া তখন,
"বন্ধুও সময় পেলে ফিরিয়া দাঁড়ায় ;
কিরূপে জানিব প্রভো, জেয়াদের হাত
হয় নাই কলঙ্কিত এজিদ-মুদ্রায় ?

কিরূপে জানিব প্রভো, মিথ্যা এ স্বপন,
এজিদ কুহক-জাল করিয়া বিস্তার,
রয়েছে প্রস্তুত সদা আপনার তরে,
পড়িলে উদ্ধার কিবা পাবেন আবার !"

"না বৃদ্ধ, তেমন কথা বলোনা কখন,
জেয়াদ কখনো নহে নির্দ্দয় তেমন,"
কহিল হোসেন সাহ অবিশ্বাস ভরে,
"কুফাতে যাওয়াই মোর সুস্থির এখন।"

বলিল আবার বৃদ্ধ অনুনয় করি,
"কুফা যেতে তব যদি এত অভিলাষ,
কিছু সেনাসহ আগে পাঠায়ে মোশ্লেমে,
জেনে নেওয়া শ্রেয়ঙ্কর মনের আভাষ।"

স্বীকৃত হ'লেন প্রভু বৃদ্ধের কথায়,
হাজার সিপাই গেল মোশ্লেমের সাথে ;
সজল নয়নে প্রভু দিলেন বিদায়,
আশীর্ব্বাদ করিলেন হাত দিয়া মাথে।

মোশ্লেমের আগমন জানিয়া জেয়াদ
কুফাতে লইল তাকে সাদরে বরিয়া,
নানারূপে মনস্তুষ্টি করিল তাহার,
ছলনার কুম্ভ পাপী হৃদয়ে ভরিয়া।

জেয়াদের ব্যবহারে হ'য়ে তুষ্ট অতি
মোশ্লেম পাঠাল দূত হোসেনের তরে,
এদিকে এজিদ-সৈন্য ঘিরিল তাহায়,
বাধিল ভীষণ রণ কুফার প্রান্তরে।

কারবালা।

এই কি সে কারবালা স্মরণে যাহার
শত শত ভকতের ভেদিয়া হৃদয়,
উঠে শুধু হাহাকার, অশ্রু অবিরল
বুক ফাটা কান্না ধ্বনি, বিলাপ নিচয়।

শহীদের রক্তমাখা ফোরাতের তীর,
মহা মরুভূমি এযে লহুর দরিয়া,
বুক ফাটা রোদনের চির তীর্থস্থান,
বীরত্বের কীর্ত্তি ধ্বজা হৃদয়ে ধরিয়া।

জেয়াদের ছলনায় এমাম হোসেন
উপনীত হল এই মরুভূ প্রান্তরে,
চৌদিকে বালুর রাশি ভীষণ কান্তার,
জাগিল ভীতির ছায়া তাহার অন্তরে।

সপ্তাহ হইল গত তবুও হোসেন
পাইল না কোন পথ কুফা যাইবার,
চলিয়াছে অবিরত, কিন্তু সে পথের
নাহি শেষ, মরু শুধু চৌদিকে তাহার।

শ্রবণে পশিল রব হায়! হায়!! হায়!!!
আসিল সে স্বর যেন দূর শূন্য হ'তে,
আবার উঠিল রব হায়! হায়!! হায়!!!
আবার উদিল ভীতি হোসেনের হৃদে।

বলিলেন "বন্ধুগণ, বিপথে চলিয়া
ভাগ্যের তাড়নে মোরা আসিয়াছি হেথা;
এখানে মরিতে হবে তোমাদের সহ,
এখানেই শেষ হবে জীবনের গাঁথা।

কারবালা ভূমি এ যে জগত বিদিত,
সম্মুখে বালুর রাশি পাইছ দেখিতে;
দক্ষিণে ফোরাত নদী চলিছে বহিয়া।
দেখিছ বিজন বন আছে বাম ভিতে।

খাটাও শিবির হেথা যা থাকে কপালে,
যা হবার পারিব না করিতে বারণ,
বিধির অপূর্ব্ব বিধি! কি সাধ্য মানব
ক্ষুদ্র বলে করে তার গতি নিবারণ?"

*   *   *   *

*   *   *   *

উঠিয়াছে হাহাকার হোসেন শিবিরে
পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ সকলেরি প্রাণ ;
হয়েছে ফোরাত-তট শত্রুবর্গে ঘেরা,
জলের বিহনে প্রাণ হবে অবসান !

হোসেন কাসেদ-মুখে পাইল শুনিতে
সসৈন্য মোশ্লেম হত কুফা নগরীতে,
জেয়াদ—অলিদ-সৈন্য ঘিরিয়া তাহায়
করিয়াছে অস্ত্রাঘাত নির্দ্দোষ বুকেতে।

জেয়াদের নির্দ্দয়তা করিয়া স্মরণ,
কাঁদিয়া উঠিল তাঁর কোমল হৃদয় ;
মোশ্লেম বিদায় কালে বলেছিল যাহা,
মনেতে আসিয়া সব হইল উদয়।

"আসিবে অধীন দাস শুভবার্ত্তা লয়ে,
অথবা শুনিবে প্রভো, বিশ্বাসী হৃদয়
অসিতে অসির ঘাত করিয়া নির্ভয়ে,
জীবনের সুখ খেলা করিয়াছে লয়।"

হোসেন ভাবিল মনে "তুমি ত মোশ্লেম,
জীবনের সুখ আশা দিয়া বিসর্জ্জন,
পালিলে প্রতিজ্ঞা তব অক্ষরে অক্ষরে,
জগতের অক্ষয় যশ করিলে অর্জ্জন।

কে দেখিবে এ হৃদের দারুণ যন্ত্রণা ?
উঠিয়াছে আর্ত্তনাদ শিবির ভিতরে,
যুদ্ধ বিনা বিন্দুমাত্র জল-আশা নাই,
শিশুগণ শুষ্ককণ্ঠ জল জল করে।

দেখিতেছি কোন চ'খে এ দৃশ্য ভীষণ ?
নরকের পট যেন গিয়াছে খুলিয়া,
নিবার নিবার প্রভো, ভীষণ যাতনা,
একেবারে শান্তি দাও পরাণে মারিয়া।"

*　　*　　*　　*
*　　*　　*　　*

একে একে শিবিরের বালক বালিকা
চাহিতে লাগিল জল হোসেনের পাশে,
চাহিল হোসেনবানু বিন্দুমাত্র জল,
শিশুর কোমল প্রাণ রক্ষিবার আশে।

ব্যথিত হোসেন বীর অশ্ব পরে উঠি,
শিশুটীকে ক্ষিপ্রহস্তে বুকে তুলে নিল,
শত্রুদল মাঝে প্রভু উপস্থিত হ'য়ে
করিল মিনতি শুধু এক ফোটা জল।

বলিল "আমার পিতা শেরেখোদা আলী,
নানা নূর নবী হজরত মোহাম্মদ,
হাসান ছিলেন মোর প্রিয় সহোদর,
ফাতেমা খাতুন মাতা জোহরা-জেন্নাত।

স্মরিয়া তাঁদের ভ্রাতঃ, শুধু একবার
এক বিন্দু জল দাও শিশুটীর তরে,
জলের বিহনে এর কণ্ঠাগত প্রাণ,
এখনো জল হলে বাঁচিতেও পারে।"

"চিনিহে হোসেন তোমা—এজিদের অরি"
বলিল সৈনিকগণ একতান স্বরে,
"বধিব তোমায় মোরা এই তীর ঘায়ে,
কাঁদ হে একটিবার জীবনের তরে।"

নিমেষে একটি শর অলক্ষ্যে আসিয়া,
শিশুর নির্দ্দোষ বক্ষ করিল বিদার,
জল তরে আর্ত্ত হায় শিশুর নয়ন,
মেলিল না আঁখি-তারা এ জনমে আর।

বলিল হোসেন সাহ, "পাষণ্ড পিশাচ,
কিরূপে নির্দ্দোষ এই শিশুর পরাণ
লইলি তীরের ঘায়ে? এর প্রতিশোধ
লইবে লইবে মোর শাণিত কৃপাণ!

শিশুর জানাজা তরে যাইতেছি আমি,
জ্বালাব সমর-বহ্নি ফিরিয়া আবার;"
বলিয়া ফিরিল প্রভু মৃত শিশু বুকে,
শিবিরে পড়িয়া গেল মহা হাহাকার!

ওহাব-শহীদ।

কহিল ওহাব-মাতা প্রিয় পুত্রে তার,
এখনও তরবারি রাখিয়াছ কোষে?
আরবের প্রতিহিংসা গিয়াছ ভুলিয়া!
আমিও যে নারী হয়ে কাঁপিতেছি রোষে।

শিশুর কোমল বুকে তীরের আঘাত,
এও কি পুরুষ হয়ে দেখিতেছ বসে?
ছি ছি ছি ঘৃণার কথা, ধিক্ শত ধিক্!
হইবে আরব পূর্ণ তব অপযশে।

এখনি কৃপাণ করে যাও রণভূমে,
জল বিনে শিশুগণ কণ্ঠাগত প্রাণ;
উদ্ধার ফোরাত-তীর শত্রুকুল হ'তে,
জল এনে পিপাসার কর শান্তিদান।"

ওহাব পলকে অশ্বে করি আরোহণ,
শত্রু বিনাশিতে গেল রণক্ষেত্র মাঝে,
রমণীর দেহ পরে ভূষণ যেমন,
বীরের অপার শোভা রণসাজে রাজে।

অসংখ্য সৈনিক বীর করিয়া বিনাশ
বিন্দু মাত্র জল তরে হইল কাতর,
ঘিরিল এজিদ-সৈন্য চারি দিক্ হ'তে,
ত হইল দেহ ভূমির উপর।

ওহাব-পতন হেরি শোকার্ত্তা জননী
উদিল শত্রুর মাঝে রণাঙ্গনা বেশে,
পুত্র-শোকে দিশাহারা পাগলিনী হায়!
অবেণী কেশের রাশি উড়িছে আকাশে

নারকী সৈনিক দল রমণীর দেহে,
পিশাচের হৃদি লয়ে করিল আঘাত,
এজিদ! দেখ্‌রে দুষ্ট কি মহা প্রলয়,
রমণী-শোণিতে আজ রঞ্জিত ফোরাত!

*   *   *   *
*   *   *   *

দেড় লক্ষ শত্রু-সৈন্য করিয়া বিনাশ,
সহিদ হইল যত আরবের বীর,
তবুও বিপক্ষ সৈন্য টলিল না হায়!
উদ্ধার হ'ল না তবু ফোরাতের তীর!

কাসেম-শহীদ।

পাঠক,

হেরেছ অনেক দৃশ্য, অনেক বিষাদ,
দেখ চেয়ে আজ এক নূতন অধ্যায়
হইতেছে অভিনীত হোসেন-শিবিরে,
সখিনা কাসেমে আজ শুভ পরিণয়।

কাসেম যাইবে রণে, চাহিল বিদায়
পিতৃব্যের পাশে ; বলিল হোসেন সাহ,
"ভ্রাতৃ-আজ্ঞা—তব সাথে সখিনা-মিলন"
বিষাদের মাঝে তাই আনন্দ-প্রবাহ।

রণসাজে কাসেমের হইল বিবাহ,
বিদায় লইল বীর পরিজন হ'তে,
সখিনার করে কর লয়ে বীরবর
তেজ-পূর্ণ দৃপ্ত স্বরে লাগিল কহিতে-

"তুমি গো বীরের কন্যা, আমি বীর-সুত,
প্রণয়-অঙ্কুর আজি প্রেমে পরিণত ;
প্রণয়-পয়োধি হ'ল পূর্ণ কূলে কূলে,
আমাদের প্রেম দেখে শিখুক জগত।

মিলন হ'ল না বুঝি এজগতে আর,
শত্রুর দামামা শুন ডাকিতেছে রণে,
মিলন হইবে পুন পরমেশ-দ্বারে,
রণভেরী ওই শুন বাজিছে সঘনে।"

বলিল সখিনা—"প্রাণেশ্বর, প্রিয়তম,
শত্রুরক্তে পিপাসার কর শান্তিদান,
উদ্ধার ফোরাত-তীর শত্রুগণ হ'তে,
সকলেই জলবিনে কণ্ঠাগত প্রাণ!

দেখুক এজিদ আজ কাসেমের বল;
হউক জগৎ পূর্ণ তব জয় গানে ;
সখিনার স্বামী নহে ভীরু কাপুরুষ!
প্রাণেশ্বর, প্রিয়তম, যাও তবে রণে।"

সকলের কাছে বীর লইয়া বিদায়,
পলকে অশ্বের পরে করি আরোহণ
উপস্থিত হ'ল আসি রণ-ক্ষেত্র মাঝে,
ডাকিল অরাতি-সৈন্যে করিবারে রণ।

কাসেমের আগমনে সভয় অন্তরে,
চাহিছে সকলে ত্রাসে এ উহার পানে,
শার্দ্দুলের আগমনে শিবাকুল প্রায়,
বলশূন্য দেহ যেন, নির্জ্জীবতা প্রাণে।

"এ নহে সামান্য বীর, বীরকুল সেরা"
বর্জ্জখেরে লক্ষ্য করি কহিল ওমর,
"সমকক্ষ নাহি কেহ মম সৈন্য মাঝে
দ্বন্দ্বযুদ্ধে বধ একে তুমি বীরবর।

দেখাও বীরত্ব আজি বধিয়া সমরে,
চিরকাল ধরাধাম গাবে তব জয়,
উপযুক্ত শত্রু তব তুচ্ছ নাহি কর,
কাসেম ইহার নাম হাসান-তনয়।"

"কি কহিছ সেনাপতি ? বর্জ্জখেব নামে
সভয়ে কম্পিত হয় সমস্ত ভূবন,
ছি ছি ! ছি ছি ! লাজে মবি !" কহিল বর্জ্জখ
"আজ কিনা শিশু সহ দিতে বল রণ।

একান্তই বীর বলি মনে কর যদি,
সৈন্যমধ্যে চারি পুত্র আছে বিদ্যমান,
পাঠাও তাদের আগে, দেখিবে সত্বর
বালকের সমরাশা হইবে নির্ব্বাণ।"

*　　　*　　　*　　　*

*　　　*　　　*　　　*

বর্জ্জখের চারি পুত্র একে একে সবে
কাসেমের অসিঘাতে হইল পতিত,
পুত্রশোকে দিশাহারা বর্জ্জখ দুর্ম্মতি
ছুটিল কাসেম পানে ক্রোধেতে পীড়িত।

"নির্ব্বোধ বালক অরে, দুঃখ এই মোর,
অকালে আসিলি আজ এ কাল সমরে,
দেখিবি না পুনঃ ওরে পরিজন তোর,
খণ্ডিত হইবে দেহ রণভূমি পরে।

তৃষ্ণার্ত্ত বালক হত বর্জ্জখের করে,—
এই অপবাদ লোকে করিবে রটনা,
কিন্তু পুত্রহন্তা তুই, নাহি রক্ষা তোর,
ন্যায় কি অন্যায় আজ না করি ভাবনা

এই যে সুতীক্ষ্ণ অসি বসি তোর বুকে
রক্তিম রুধির-ধারা করিবেক পান
নতুবা জনম মম বৃথা এ ধরায়,—
তোর রক্তে অসি মোর করিব ক্ষালন।

"কি কহিব যোদ্ধ্ বর" কহিল কাসেম,
"একে ত পুত্রের শোকে আছ বিচলিত,
তব সনে আজ আর কি করিব রণ ?
অচিরে তোমার মৃত্যু জানিও নিশ্চিত।

এই যে সুতীক্ষ্ণ অসি মম করে আজ,
চারি পুত্র একে একে করিয়া নিপাত
হয় নি পিপাসাপূর্ণ, নাচি তব বুকে
ডুবাবে জীবন-তরি করিয়া আঘাত !"

মাতিল উভয় বীর ভীষণ সমরে,
দেখিছে সৈনিক দল যুদ্ধের কৌশল ;
বর্জ্জখ করিল লক্ষ্য কাসেমের শিরে,
ঢাল পরে লক্ষ্য তার হইল বিফল।

চঞ্চল চপলা প্রায় অসি কাসেমের
উঠিল আকাশে, পুন নামিল যখন,
সভয়ে দেখিল সবে ভীষণ কৃপাণ
বর্জ্জখের শির ভেদি করেছে গমন !

একে একে বহু সৈন্য করিয়া বিনাশ
জল তরে আর্ত্ত হ'ল কাসেম সুধীর
আক্রমিল রোষ ভরে নদী-রক্ষী সেনা,
অশ্ব বল্গা ওষ্ঠে লয়ে আরবের বীর।

ঢুল্ ঢুল্ চলিতেছে পুচ্ছ প্রসারিয়া,
কাসেমের অসি বেগে ঘুরিছে আকাশে ;
অসংখ্য অরাতি দেহ করিয়া নিপাত,
শোভিত হয়েছে অসি রুধিরাক্ত বেশে।

সহসা বিষাক্ত এক তীর অসি হায়,
কাসেমের বক্ষ পরে পড়িল সজোরে ;
বেদনায় সর্ব্ব দেহ হইল কাতর,
লুটায়ে পড়িল বীর অশ্বের উপরে।

অশ্ব বল্গা হস্ত হ'তে ছুটে গেল ধীরে ;
শিক্ষিত, আহত অশ্ব শত্রু ভেদ করি,
শিবিরের পানে দ্রুত চলিল ছুটিয়া ;
প্রভুর মূর্চ্ছিত দেহ পৃষ্ঠ পরে ধরি।

কাসেম-মস্তক ক্রোড়ে লয়ে বীরজায়া
দেখিছে করাল মৃত্যু—সর্ব্বনাশী ছায়া,—
কিরূপে গ্রাসিছে ধীরে জীবন-শকতি,
সংসার অমূল্যধন লইছে কাড়িয়া।

সতী কি থাকিতে পারে পতিকে ছাড়িয়া ?
সখিনা কিরূপে রবে কাসেম বিহনে ?
লুটায়ে পড়িল দেহ স্বামি-দেহ পাশে,
লভিল অপূর্ব্ব শান্তি স্বর্গগত প্রাণে।

গলাগলি করে দেখ সখিনা, কাসেম
রুধিরে রঞ্জিত লাল বিবাহ-বসন,
বিমল স্বর্গীয় সুখ লভিছে হৃদেতে,
অপূর্ব্ব সাহানা বেশ করিয়া ধারণ।

এজিদ, কামুক দেখ্ কি অপূর্ব্ব দৃশ্য!
গভীর প্রেমের চিত্র এ হ'তে মোহন
আছে কি জগতে? পিশাচ প্রলুব্ধ হ'য়ে
কোথা হ'তে কোথা হায় করেছ গমন।

হোসেন-শহিদ।

কপোলে দক্ষিণ কর রাখিয়া বিষাদে,
ঐ যে একটি বীর বসিয়া শিবিরে
ধরাতল পানে দৃষ্টি, দাঁড়াল সরোষে,
কাসেম-নিধন-বার্ত্তা শুনিয়া সমরে।

সজ্জিত হইল বীর যুদ্ধ করিবারে,
মহামূল্য বস্ত্র সব করি পরিধান,
জয়নাল কনিষ্ঠ পুত্র কহিল আসিয়া,
"পিতা গো, এখনো আমি আছি বর্ত্তমান।

যুদ্ধেতে বিরত হও, দেখিবে জয়নাল
বিতাড়িয়া শত্রু সব রণক্ষেত্র হ'তে,
কিরূপে ফোরাত-জল করিবে উদ্ধার,
সুতীক্ষ্ণ শাণিত অসি লয়ে ক্ষুদ্র হস্তে।"

বলিল হোসেন বীর "তুমি জয়নাল
প্রাণের প্রতিম পুত্র কর অবধান,
এমাম বংশের চিহ্ন রহিবে না আর,
যদি তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে কর প্রাণদান।

শুনিবে হানিফা যবে আম্বাজ-ঈশ্বর,
এ দুঃখ কাহিনী তব হবে অবসান,
সহস্র এজিদ হায় লুটাবে ধূলিতে,
হানিফার ক্রোধ-বহ্নি করিতে নির্ব্বাণ।

সকলের কাছে বীর লইয়া বিদায়,
মহামূল্য বস্ত্রে দেহ করি আচ্ছাদিত,
মোহাম্মদ-শিরস্ত্রাণ নিজ শিরে পরি'
সাহাবের মোজা দ্বারা হইয়া সজ্জিত ;

দাউদের কটিবন্ধে কটিদেশ এঁটে,
আলীর কবজখানা ধরি বাহু পরে,
বেগবান্ অশ্বে প্রভু আরূঢ় হইয়া,
উপজিল আসি সেই ভীষণ সমরে।

এজিদের সেনাগণ উঠিল কাঁপিয়া ;
হোসেনের অস্ত্র যেন লয়ে অগ্নিরাশি,
চপলার প্রায় দ্রুত চমকি আসিছে,
প্রলয় ঘটাতে আজ সকলে বিনাশি।

হোসেনের রক্তমুখ, আরক্ত নয়ন,
করেতে সুদীর্ঘ-বর্শা, শাণিত কৃপাণ,
মুখেতে দৃঢ়তাপূর্ণ অবজ্ঞার রাশি,
করিছে তাদের যেন মরণ আহ্বান।

হোসেনের অস্ত্রাঘাতে হইয়া পীড়িত,
এজিদের সেনাগণ প্রাণরক্ষা তরে,
বনে আসি সকলেই লইল আশ্রয় ;
এমাম চালাল অস্ত্র ফোরাত উদ্ধারে।

ফোরাতের জলস্রোত করিয়া রঞ্জিত,
এমাম ফোরাত-তট করিল উদ্ধার ;
শত শত দেহখণ্ড রহিছে পড়িয়া,
চারিদিকে ভীতিরাশি করিয়া বিস্তার !

জলেতে নামিয়া যেই অঞ্জলি পুরিয়া,
লইলা সলিল পান করিবার তরে,
মনেতে আসিয়া শোক হইল উদয়,
ফেলে দিল জল প্রভু অবজ্ঞার ভরে।

ফোরাত উদ্ধারকল্পে বীরগণ যত,
একে একে দিয়া সবে দেহ বলিদান,
কারবালা মরুভূমি করিয়া রঞ্জিত,
সকলেই স্বর্গধামে করেছে প্রস্থান !

কাসেম কিরূপে হায় বিবাহের দিনে,
প্রিয়তমা পাশে বীর বিদায় লইয়া,
কিরূপে নিজের দেহ করিল নিপাত,
বিন্দুমাত্র জল তরে কাতর হইয়া !

অশ্রু-জলে সিক্ত হ'ল হোসেনের চোখ,
কিরূপে প্রাণের প্রিয় আলী আক্‌বার,
পিতার রসনা নিজে করি আস্বাদন,
ভীষণ তৃষ্ণার কষ্ট করিলা নিবার।

বিষাদিত স্মৃতি সব জাগিয়া মরমে,
কাতর করিল তার কোমল হৃদয় ;
হাত হ'তে জল প্রভু ফেলে দিল দূরে,
প্রাণেতে অপূর্ব্ব ভাব হইল উদয়।

দেহ-বস্ত্র একে একে ফেলে দিল দূরে,
নগ্ন পদে, নগ্ন দেহে এমাম হোসেন
প্রাণের কামনাগুলি সরায়ে ফেলিয়ে,
লভিতে চলেছে আজ আত্মার নির্ব্বাণ।

হৃদয়ের বৃত্তি যার ছাড়ি কোমলতা,
মলিনতা-মসী-বেশ করেছে ধারণ,
কিরূপে জানিবে সেই অভাগা মানব,
শুভ্রবেশ পবিত্রতা সুন্দর কেমন ?

অনন্তের পাখী ঐ উড়িছে আকাশে,
শূন্য পরে ঢালে যেই হৃদয়ের গান,
জগতের কুটিলতা না পারে পৌঁছিতে,
স্তরে স্তরে জাগে তার স্বরগ-আহ্বান।

ভ্রমিতে লাগিল প্রভু ফোরাতের কূলে,
চারিদিকে শত্রুগণ চলিছে ঘিরিয়া,
বায়ু বিদারণ করি শন্ শন্ রবে,
অসংখ্য কলম্বকুল চলিছে ছুটিয়া।

সীমারের তীক্ষ্ণতীর হেনকালে এসে,
হোসেনের পার্শ্বদেশে করিল আঘাত ;
বিষাদে প্রকৃতি-দেবী উঠিল কাঁদিয়া,
নীরবে শোকের ভরে দাঁড়াল ফোরাত !

বহিল ভীষণ শব্দে ভীম প্রভঞ্জন,
চারিদিক অন্ধকারি' ঘিরিল আবর,
আসিছে গ্রাসিতে যেন প্রলয়ের ঘটা,
শোকেতে মলিন যেন জগত-অম্বর।

বিষের দহন আর না পারি সহিতে,
হোসেন পড়িল ভূমে হয়ে অচেতন,
হৃদয়ের বৃত্তি যেন আসিছে নিবিয়া,
আসিছে মুদিয়া ধীরে সুচারু নয়ন।

পাঠক,

বর্ণিতে সে কথা মোর বিদরে হৃদয় ;
লোভপরবশে হের সীমার পামর,
হোসেনের পূত বক্ষে পাতিয়া আসন,
লক্ষমুদ্রা-আশে পাপী চালাল খঞ্জর।

অনাদি অনন্তলীলা, বুঝে শক্তি কার ?
কি সাধ্য বুঝিবে তাহা নশ্বর মানব ?
হোসেন মেলিল ধীরে শান্ত আঁখি-তারা,
নীরবে হেরিল তার সর্ব্ব অবয়ব।

পশিল না গলচর্ম্মে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা,
তিল পরিমাণ স্থান হ'ল না আহত ;
আবার সীমার ছোরা চালা'ল গলেতে,
স্কন্ধ হ'তে ছোরা পুন হল প্রতিহত।

আশ্চর্য্যে চাহিল পাপী হোসেন-বদনে,
শান্ত, সৌম্য মূর্ত্তি তার আকাশে চাহিয়া,
আত্মসমর্পিয়া যেন পরমেশ-পায়,
লভিছে অতুল শান্তি হৃদয় ভরিয়া !

ক্ষণতরে পাপ-হৃদি উঠিল কাঁপিয়া,
পরক্ষণে অর্থলোভ হৃদয়ে আসিয়া
ভাসাল পাপের কথা, গলেতে আবার
চালাল সুতীক্ষ্ণ ছোরা করেতে তুলিয়া।

বেদনায় ক্লিষ্ট হ'ল এমাম হোসেন,
চাহিয়া পাপীর পানে সস্নেহ দৃষ্টিতে,
বলিতে লাগিল প্রভু "বৃথা চেষ্টা তব,
কাটিবে না গলচর্ম্ম ছোরার আঘাতে।

খোল দেখি আগে তব বক্ষের বসন,
প্রকৃত 'কাতেল' যদি তুমিই সীমার,
লেশমাত্র লোম তব থাকিবে না বুকে,
নতুবা বিফল হবে ছুরিকা তোমার।

ত্রস্ত ভাবে বক্ষবস্ত্র খুলিল সীমার,
মুহূর্ত্তে হোসেন-হৃদি উঠিল কাঁপিয়া,
নিষ্ঠুর, নির্দ্দয় এ যে কাতেল তাহার!
সীমার খঞ্জর পুনঃ ধরিল চাপিয়া।

সীমারের ছোরা পুনঃ হইল বিফল,
হোসেন বলিল ধীরে "বৃথা চেষ্টা তব,
কণ্ঠের পশ্চাতে মোর বিঁধিয়াছে তীর,
সেখানে চালাও ছোরা প্রলুব্ধ মানব!

বাল্যকালে মাতামহ স্নেহ পরবশে,
গলদেশে করিয়াছে চুম্বন প্রদান,
পারে কি লৌহের ঐ সামান্য ছুরিকা,
বিখণ্ড করিতে কভু সেই সব স্থান ?"

"রেখে দাও উপকথা" বলিল সীমার
এই ভাবে কেটে নিব মস্তক তোমার"
আবার চালাল পাপী তীক্ষ্ণধার ছোরা,
আবার হইল চেষ্টা বিফল তাহার।

বলিল হোসেন পুন "শুন মহাপাপী,
তুমি যে লোভের দাস, অতি দুরবল,
কিরূপে 'নাজাত পাবে বিধাতার কাছে
নাই যে সীমার তব সহায় সম্বল !

হেরিয়া পাপের ভরা কাঁদিছে পরাণ,
স্বরগেতে তোমা বিনে কভু নাহি যাব,
সুযোগ তোমাকে এই করিতেছি দান,
হবে না প্রতিজ্ঞা মোর কভু অপলাপ।'

এমামের কথামত তীরবিদ্ধ স্থানে,
সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা হায় চালাল সীমার
মস্তক বিভিন্ন হয়ে পড়িল খসিয়া,
উঠিল ত্রিদিব ভেদি রব হাহাকার !

হোসেন, হোসেন রবে কাঁদিল গগন ;
দুকুল প্লাবিয়ে হায় বহিল ফোরাত,
কি যেন অব্যক্ত শোক চলিছে বহিয়া,
মর্ম্মভেদী হাহারবে পূরিল জগত।

কারবালা মরুভূমি করিয়া কম্পিত,
সহস্র মুখেতে যেন চলিছে বহিয়া,
হা হোসেন, হা হোসেন, অপার্থিব স্বর,
ভয়েতে পাপীর হৃদি উঠিল কাঁপিয়া।

সাহারার মরুময় হৃদয় আকুলি,
মরমে বেদনা ভার উঠিল জাগিয়া ;
প্রকৃতি হইয়ে হের শির-মণি হারা,
আকুল আবেগ ভরে উঠিল কাঁদিয়া—

"জীবনের প্রহেলিকা,
ছেদি ভব-কুহেলিকা,
ওহে মহামতি, এবে চলিলে কোথায় ?
বিসর্জ্জিয়ে মায়া, আশা,
বলি দিয়ে ভালবাসা,
সাধিয়ে আপন কাজ বিপুল ধরায়,
চলিলে কোথায় দেব, চলিলে কোথায় ?

উল্কাসম জনমিয়ে,
দশ দিশি উজলিয়ে,
কোথায় চলিছ এবে মহান্ পরাণ ?
প্রখর মার্ত্তণ্ডপ্রায়,
আলো দিয়ে এ ধরায়,
কোথায় গরবে প্রভো, করিছ প্রয়াণ ?
এ দেশ পাপেতে ভরা,
জীব হেথা সুখহারা,
চলিয়াছ তাই বুঝি অমরের বেশে !
বলি দিয়ে সব সুখ,
ভুলে যত শ্রম, দুখ,
ভুঞ্জিতে অতুল সুখ স্বরগের দেশে ?

ধরাতল পরিহরি,
কোন দেশ লক্ষ্য করি,
চলিলে কোথায় দেব, কোথা আলোকিতে ?
অন্ধকার করি হেথা,
বিতরিয়ে মাদকতা,
কোথায় চলিলে দেব, আলো বিতরিতে ?
তথায় আছেগো বুঝি প্রীতির বন্ধন,
বিরহ নাহিক তথা,
নাহি তথা শোক কথা,
অতুল প্রেমেতে গড়া বুঝি সে ভুবন !
আর কেন বিলম্বিছ যাও দেব, যাও
সেবিবে দেবতাচয়,
উজল স্বরগময়,
অপ্সরার বরমাল্য তব গলে দাও,
স্বরগের জ্যোতিকণা স্বরগেতে যাও।"

মহাকাল।

আমি মহাকাল, দলি আমি পদতলে
শত শত শির, পদাঘাতে চূর্ণ করি,
দীর্ণ করি দেহ খণ্ডগুলি, চলি আমি
মহাবেগে, নাহি দৃষ্টি সম্মুখে পশ্চাতে।
অক্ষয়, অনন্ত আমি ; তড়িতের ন্যায়
গতি মোর, জ্বলি আমি উল্কাখণ্ড প্রায়
আমার আবর্ত্ত ঘোরে হাসান নিহত,
হোসেন হয়েছে হত কারবালা ভূমে,
বিবাহ-দিবসে হের সমরে পতিত,
আরবের বীরশ্রেষ্ঠ হাসান-নন্দন,
অপূর্ব্ব সাহানা বেশ করিয়া ধারণ !
ওহাব-পতন হেরি শোকার্ত্তা জননী,
উদিল শত্রুর মাঝে রণাঙ্গনা-বেশে,
রমণী-শোণিতে হ'ল রঞ্জিত ফোরাত।
করি ছিন্ন দশনেতে শত শত শির,
আবর্ত্তে সাধন করি প্রলয় সংসারে,
জাগায়েছি আরবেতে রব হাহাকার।
ক্ষুন্নিবৃত্তি এখণও হয়নি নীরব,
দামাস্কে জাগাব পুনঃ সমর-অনল।

দ্বিতীয় খণ্ড।



মারওয়ান ও জয়নাল।

"জয়নাল,

মদিনা-গৌরব-রবি অস্তমিত আজ,
দামাস্ক-সম্রাট্ হের প্রভু মদিনার,
হাসানের পাপে হায় আরব শশ্মান,
মক্কায় উঠেছে আজ রোল হাহাকার!

রক্ষিতে বাসনা যদি অমূল্য জীবন,
লভিতে অতুল সুখ পৃথিবী ভিতরে,
দামাস্কের অধীনতা করহে স্বীকার,
হইবে শৃঙ্খলমুক্ত চিরকাল তরে।"

নীরবিল মহা ধূর্ত্ত মাঁরোয়া পামর,
সগর্ব্বে মস্তক তুলি কহিল জয়নাল,
"করিব কি এজিদের প্রভুত্ব স্বীকার!
পরিব কি গলে সাধে দাসত্ব-শৃঙ্খল!

এজিদ মাবিয়া-পুত্র, এমামের দাস,
কি সাধে করিব তার দাসত্ব স্বীকার
পতঙ্গের পক্ষ হয় মরণের তরে,
এজিদের খর্ব্ব হবে গর্ব্ব অহঙ্কার।”

আবার কহিল ধূর্ত্ত “শুন জয়নাল,
অদৃষ্ট-লিখন ইহা, বিধির বিধান,
দামাস্ক-সম্রাট্ হবে পৃথিবী-ঈশ্বর,
মুখে মুখে গীত হবে এজিদের গান।

বৃথা অহঙ্কারে হের হাসান নিহত,
হোসেন সবংশে হত কার্ব্বালা-প্রান্তরে
এখন উদ্ধার-আশা মরীচিকা প্রায়,
কে বল আসিবে পুনঃ এ কাল সমরে?

তাই বলি কর ওগো প্রভুত্ব স্বীকার,
জয়নাবে এজিদ-করে করগে-প্রদান,
ভুঞ্জিবে অতুল সুখ, অক্ষয় গৌরব,
লভিবে জীবনরত্ন এজিদের দান।

নতুবা লুণ্ঠিত হবে মস্তক তোমার,
এজিদের প্রতিহিংসা করিতে নির্ব্বাণ,
শাণিত শূলেতে তব হবে প্রাণ নাশ,
সংসারের খেলা তব হবে অবসান।”

উত্তরিল জয়নাল “শুন হে মাঁরোয়া,
জগতের হিত যিনি করেন সাধন,
রক্ষিবেন তিনি মোরে ভীষণ বিপদে ;
বিপদ-বারণ বিভু পতিত-পাবন।

প্রমত্ত বারণ সম পিতৃব্য হানিফা
শুনিবেন যবে এই কাহিনী ভীষণ,
সহস্র এজিদ হায় লুটাবে ধূলিতে,
হানিফার ক্রোধ-বহ্নি করিতে বারণ।

এখনো সময় আছে, এখনো মারোঁয়া
মাগো ক্ষমা একবার অপরাধ তরে,
করুণা-ঈশ্বর তিনি দয়ার সাগর
উজ্জ্বল প্রদীপ প্রভু আলোকে আধারে।”

নীরবিল জয়নাল এ কথা বলিয়া,
ভাবনা-সাগরে মগ্ন হইল মঁারোয়া,
প্রমত্ত কুঞ্জর সম বীর বর্ত্তমান ;
ভয়েতে শরীর তার উঠিল কাঁপিয়া।

সৈন্যহীন, অর্থহীন দামাস্ক এখন,
সংখ্যাতীত সেনা হায় হয়েছে নিহত ;
কিরূপে সে আক্রমণ করিব বারণ ?
কেমনে হানিফা-শক্তি হবে প্রতিহত ?

কেমনে যাইব ফিরি তীরেতে আবার ?
ডুবিয়াছি হায় মোরা অতল সলিলে।
পরাহত হেরি আজ দামাস্ক-মঙ্গল,
জ্বলিবে দামাস্ক দেশ ভীষণ অনলে।

প্রকাশ্যে কহিল ধূর্ত্ত আবার তখন,
"জয়নাবে এজিদ-হস্তে করগে প্রদান,
ভুঞ্জিবে অতুল সুখ অক্ষয় গৌরব,
লভিবে জীবনরত্ন এজিদের দান।"

এজিদ ও জয়নাব।

"জয়নাব, কুরঙ্গিণি, হৃদয়-রঞ্জিনি,
লওহে বরিয়া আজি এজিদে তোমার।
যে দিন প্রথম হায় নেহারি তোমায়,
হৃদয় বিকায়ে দিনু চরণকমলে ;
বিসর্জ্জিয়া আত্মজ্ঞান ধাইনু পশ্চাতে,
পদতলে দলি হায় ধর্ম্মচিন্তা সব।
ভিক্ষুক হাসান হের উন্মত্তের মত
দাঁড়াল বিপক্ষে মোর ; মুহূর্ত্তের মাঝে
হয়ে গেল ভস্মীভূত তীব্র রোষানলে,
হোসেন সবংশে হত। অয়ি বরাননে,
লও আজি বুকে তুলে এজিদে তোমার
রিপুদল দলি পদে জয়মাল্য গলে,
এ দাস এসেছে আজ তোমার সমীপে।
তৃষিত চাতক প্রায় দুরাত্মা এজিদ
চাহিল জয়নাব পানে বরিষণ-আশে ;
তুলিয়া মরাল-গ্রীবা বলিল জয়নাব,
"এজিদ, ধিক্ রে দুষ্ট পাষণ্ড পামর,
নরকুল-গ্লানি তুই। পাপের ছলনে
অহঙ্কারমদে মুদি আঁখি অন্ধপ্রায়

চলেছিস্ ধে'য়ে। ওরে মূঢ়, নাহি দৃষ্টি,
কোথা হ'তে কোথা হায় করেছ গমন।
খোল আঁখি একবার, দেখ চেয়ে পাপী,
আরবের ঘরে ঘরে মহা হাহাকার।
প্রতিশোধতরে শত শত অভিশাপ
উঠিছে আকাশে। তুই হস্ত ঊর্দ্ধে তুলে
মাগ পাপী একবার বিধাতার ক্ষমা।"
লালসাজড়িত আঁখি তুলিয়া এজিদ
লাগিল বলিতে "তব তরে জয়নাব,
শুধু তব তরে, এখনো দেহেতে প্রাণ,
হৃদয়েতে আশা ভুঞ্জিতে অতুল সুখ।
অক্ষয় অনন্ত ওগো রূপরাশি তব
রাজভোগতরে শুধু। নির্ম্মিত হয়নি
অতুল এ রূপরাশি হাসানের তরে।"
বলিয়া ধাইল পাপী আলিঙ্গন আশে।
দলিতা-ফণিনী-সম গর্জ্জিলা জয়নাব,
"সাবধান নরাধম, এ তীক্ষ্ণ ছুরিকা
রাখিয়াছি তব তরে; পাষণ্ড, পিশাচ
জ্বালায়েছ গৃহে মম শোকের আগুন।
লোভের ছলনে পাপী ছলেছ জব্বরে;

দাম্পত্য প্রণয়ে কপোত কপোতী সম
ছিনু মোরা সুখে। ভাঙ্গিয়া সে ঘর মোর
ফেলে দিলে হায় মোরে অকূল পাথারে!
শান্তিতরে শুধু হাসানের পূত পদে
লইনু আশ্রয়। পাপিষ্ঠ, কৌশলে তব
হোসেন সবংশে হত, হাসান নিহত।
শোন্‌রে এজিদ, ফের যদি একপদ
হবি অগ্রসর, শাণিত ছুরিকা মম
তোর পাপ-রক্তে আজি করিব ক্ষালন।
শোন্ মহাপাপী, প্রতিফল-দিন তোর
সমাগত প্রায়। উদিবে যে ঘনঘটা;
ঘিরিবে রে তোরে শীঘ্র চির-অন্ধকার।"
বলিতে বলিতে সতী গর্ব্বপদভরে
পরিজনপাশে ত্বরা করিল গমন।

হানিফার যুদ্ধ-যাত্রা ।

"মন্ত্রিবর, একি কথা শুনিতেছি আজ ।
হাসান কৌশলে হত এজিদ-করেতে,
হোসেন শিবিরে বন্দী, সসাগরা ধরা
হ'ত প্রকম্পিত হায় যাদের বীরত্বে,
তারাই লাঞ্ছিত কিনা শৃগালের করে !
লিখে দাও রাজলিপি বিভিন্ন দেশেতে
সমরে নিরত যেন হয় নৃপকুল ;
জ্বালাব দামাস্ক দেশ জ্বলন্ত বহ্নিতে ।"
এতেক বলিল ক্রোধে হানিফা প্রবর,
ছুটিল স্ফুলিঙ্গ যেন জ্বলন্ত আঁখিতে।
তারপর বীরবর চাহি সৈন্য পানে,
বিবরিল এজিদের পাপের কাহিনী ;
"জলাভাবে শিশুগণ করে হাহাকার,
ঘিরিয়াছে নদীকূল এজিদ-বাহিনী ;"
ঝলসি উঠিল ক্রোধে সহস্র কৃপাণ
যেরূপ মেঘের কোলে চমকে দামিনী ;
ক্রোধেতে আম্বাজীগণ চীৎকারি উঠিল,
কাঁপিয়া উঠিল ভয়ে আরব-মেদিনী !

জেয়াদের মোহমন্ত্রে হয়ে প্রতারিত,
কিরূপে মোশ্লেম হত কুফা নগরীতে,
শুনিয়া সৈনিকবৃন্দ কহিল কাতরে,
"এমামের পরিবারে রাখহে শান্তিতে,
ওহে প্রভো দয়াময় করুণা-আধার,
পাই যেন এমামেরে জীবন্ত হেরিতে"
বলিতে বলিতে ক্রোধে অগ্রসিল সবে,
কারবালা অভিমুখে তড়িত-গতিতে।
পথিমধ্যে দূতমুখে শুনিল হানিফা
হোসেন সসৈন্য হত কার্ব্বালা-প্রান্তরে,
জয়নাল জীবিত শুধু এমামের কুলে,
হোসেনের পরিবার এজিদের করে ;
হানিফা ক্রোধের বশে কহিল গর্জ্জিয়া
"এজিদ, ইহার শাস্তি হানিফার করে
ভুগিবি, ভুগিবি ত্বরা ; তোর ছিন্ন শির
জাগাবে অপূর্ব্ব শান্তি হানিফা-অন্তরে।"

ফাতেমা।

"মাতঃ,

মিটি মিটি করিতেছে তারকা গগনে,
অমল বিমল জ্যোতি করিয়া ধারণ,
নিবসে কি পিতা মোর তারকার মাঝে
ভুলিয়া মোদেরে মাগো সুখেতে মগন ?

নিশাতে যখন মাগো, শয্যাপরে শুয়ে,
চেয়ে থাকি একমনে সুনীল গগনে,
জ্যোতির্ম্ময় ক্ষুদ্র তারা হস্ত বিস্তারিয়া
ডাকে যেন মোরে মাগো, প্রফুল্ল আননে।

ঘুমঘোরে অচেতন মুদিত নয়ন
যখন নীশীথ কালে যায়গো খুলিয়া
দেখি মাতঃ তারা খানি শুভ্র আবরণে
রেখেছে ঘিরিয়া মোরে আলো বিস্তারিয়া

আকুল হয়েছে মাতঃ, হৃদয় আমার
যাইতে পিতার কাছে, পথ বলে দাও ;
কিরূপে যাইব ওগো, কোথা তুমি পিতঃ
ফাতেমা নন্দিনী তব কোলে তুলে লও।

কহিল হোসেন-জায়া "নির্ব্বোধ বালিকা,
চলে গেছে পিতা তব দূর স্বর্গ পুরে ;
জীবিত মানব তথা না পারে পশিতে,
মন হতে বৃথা চিন্তা ফেলে দাও দূরে।

নেহার, এজিদ পাপী আসিছে এদিকে,
হেথা হতে শীঘ্রগতি যাই আমি চলে,"
বলিয়া হোসেন-জায়া ত্বরিত গতিতে
নিমিষেতে চলে গেল চোখের আড়ালে।

বলিল এজিদ আসি, "বালিকে ফাতেমা,
শুনেছি খেজুর খেতে তোমার বাসনা,
সুপক্ক খেজুর পাত্রে আনিয়াছি তাই,
মিটাইতে সাধ তব মনের বেদনা।"

"নাচিল উল্লাসে হায় বালিকা হৃদয়
হউক তোমার পাপী সুখের জীবন।"
বলিয়া ধাইল বালা পাত্রের দিকেতে,
সুকোমল ভুজদ্বয় করি প্রসারণ।

এজিদের পাপ-চিত্র হেরিতে হেরিতে
অচল হয়েছে এই লেখনী আমার ;
যেই পাত্রে রেখেছিল হোসেনের শির,
অঙ্গুলি নির্দ্দেশে তাহা দেখাল পামর।

উন্মোচিল ত্রস্তহস্তে বালিকা ফাতেমা
পাত্রের উপরে ঢাকা ক্ষুদ্র আবরণ
সত্রাসে বালিকা দ্রুত ধাইল পশ্চাতে,
ভয়েতে শুকাল তার কোমল আনন!

পিতার বিখণ্ড শির হেরিয়া বালিকা
হৃদয়ে পাইল হায় অশেষ যাতন,
বাত্যাহত ছিন্ন ভিন্ন লতিকার মত
ভূমিতে পড়িল বালা হয়ে অচেতন!

ফাতেমার নিমীলিত ক্ষুদ্র আঁখিতারা
আর না হেরিল কভু এ পাপ ভুবন,
নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ আত্মা প্রতিশোধ তরে
বিধির সকাশে ত্বরা করিল গমন!

বন্দী।

রক্তবর্ণে আলোকিয়ে পূরব গগন,
উদিত হইল ভানু আরব-প্রান্তরে;
সুচিক্কণ বালুকণা হয়ে প্রতিভাত,
ক্ষণে ক্ষণে ধরিতেছে নব নব বেশ,
সৌরকরে চক্‌মক্‌ করে অনিবার।
সীমার কৌশল বলে অর্থদান দ্বারা
তোগান-তুরকী-রাজে করিয়া বন্ধন
চলিয়াছে দামাস্কসে; মনে কত আশা,
অর্থলাভ, পদবৃদ্ধি, শত শত আশা
উথলি উঠিছে প্রাণে স্ফূর্ত্তি সঞ্চারিয়া।
ধূ ধূ ধূ জ্বলিছে ঐ এখনো শিবির,
ভারবাহী পশু সব ছুটিছে চৌদিকে,
পরাজিত সৈন্য সব গুহাতে যাইয়া
লইছে আশ্রয়; সীমার প্রফুল্ল মনে
চলিল দামাস্ক পানে, আনন্দ বাজনা
বাজিতেছে মরুভূমি করে প্রকম্পিত।
হেন কালে পূর্ব্বদিকে চক্রবাল ভেদি
উদিল সৈন্যের রেখা, ভাবিল সীমার

আসিছে মঁারোয়া মন্ত্রী। আনন্দ আবেশে
অগ্রসিল কিছুদূর ; নিশানে খচিত
অর্দ্ধচন্দ্র-পূর্ণ তারা, ফুকিছে নকিব
মস্‌হাব্‌ কাক্কা যিনি এরাক-ভূপতি
যাইতেছে মদিনায় হানিফা সকাশে,
যদি কারো থাকে শক্তি দাও বাধা দান।"
পরাজিত সেনা সব সেই রব শুনে
আসিয়া কাক্কার পাশে লাগিল বলিতে,
"তোগান তুরকী-রাজ সৈন্যগণ সহ
যেতেছিল মদিনায় হানিফা উদ্দেশে ;
পথি মধ্যে নিশাকালে শিবির খাটায়ে ;
ছিল নিদ্রা-নিমগন। সীমার পামর
আক্রেমিল হেনকালে, কিন্তু শরাঘাতে
হয়ে জর্জ্জরিত ছাড়িল সম্মুখ রণ।
ষড়যন্ত্র করি পাপী নিশীথ সময়ে,
সৈন্যাধ্যক্ষে বশীভূত করি অর্থদানে,
শিবিরে দিয়াছে অগ্নি ; বহ্নিমুখে হায়
কত শত হতভাগ্য হইয়াছে লয়।"
পলকে সমর ডঙ্কা উঠিল বাজিয়া,
কৃপাণ-ফলক-রাশি কোষমুক্ত হয়ে

চঞ্চলা চপলা প্রায় উঠিল চমকি।
এরাকী-সৈনিকগণ কাক্কার আদেশে
সীমারের সেনাগণে ফেলিল ঘিরিয়া,
বাঁধিল তুমুল রণ ; কাক্কার সে বেগ
না পারি সহিতে আশ্রয় লইল পাপী
শিবির ভিতরে। প্রাণরক্ষা তরে ত্বরা
ছেড়ে দিল রাজদ্বয়ে ; কাক্কার হৃদয়
না টলিল তা'তে ; কহিলেন "বন্ধুগণ,
দামাস্কের সৈন্যরাশি করহ নিপাত ;
না পারে যাইতে যেন আজ এক প্রাণী
ভেদি এ দুর্ভেদ্যশ্রেণী। এই সে সীমার
এমামের কণ্ঠদেশে করি অস্ত্রাঘাত
করিয়াছে শিরচ্ছেদ, দেখিব পাপীরে
আজ দেখি কোন ছলে পায় পরিত্রাণ।"
সীমারের ব্যবহারে হয়ে ক্রোধান্বিত
বলিছে সৈনিকবৃন্দ, "একি ব্যবহার!
যার পরে প্রাণ মোরা সমর্পণ করে
আসিয়াছি রণক্ষেত্রে, তিনি কিনা ভয়ে
আশ্রয় লয়েছে যেয়ে শিবির মাঝারে
শত্রু-করে সমর্পণ করিয়া মোদেরে!

ধিক্ সে সীমার নামে ! এস মোরা সবে
পাপিষ্ঠে বন্ধন করি কাক্কার করেতে
করিগে প্রদান ; কেন পুতলের মত
শত্রুহস্তে শুধু শুধু করি প্রাণদান ?”
দামাস্ক-সৈনিকগণ সীমার পামরে
লৌহের শৃঙ্খল দ্বারা করিয়া বন্ধন
উপস্থিত হ'ল আসি কাক্কার সকাশে ;
সকলে বন্ধন করি বীর মসৃহাব
প্রদীপ্ত তপন সম উৎফুল্ল অন্তরে,
চলিল গরব ভরে হানিফা উদ্দেশে ।

সীমার-বধ।

কেন হে সীমার আজ শৃঙ্খলিত হয়ে
হানিফা-শিবিরে আজি? কেন অবিরত
জ্বলিতেছে অনুতাপে, কেন শ্লথ দেহ
হানিফার পদতলে হইছে পতিত?

তুমি না সীমার সেই লক্ষ মুদ্রা-আশে
হোসেনের গলদেশে ছুরিকা বসায়ে
কাটিয়া লয়েছ শির? কেন আজ ওহে
গর্ব্বিত ও দেহখান ধূলায় লুটায়ে!

ধর্ম্মজ্ঞান বিসর্জ্জিলে স্বর্ণমুদ্রা-আশে,
ওরে রে মুদ্রার গুণ বলিহারি যাই!
চ'খের পলকে কর প্রলয় সংসারে,
তোমা হেন মোহমদ অদ্বিতীয় নাই!

হানিফার শির-আশে চলেছিলে পুনঃ
কিন্তু কি বিধির বিধি! হ'ল অঘটন;
এ জনমে আর তব পূরিল না আশা,
চিরতরে মূর্খ হায় মুদিবে নয়ন!

কোথা সেই পদবৃদ্ধি, কোথা অর্থলাভ
মনে যেই উচ্চ আশা করিতে পোষণ?
সকলি ও প্রাণ সহ হইবে বিলয়,
দুরাকাঙ্ক্ষা তব আর হ'ল না পূরণ।

পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হোসেনের প্রাণ
কঠিন ছুরিকাঘাতে করিলে হরণ,
কিন্তু তব দণ্ড আজ প্রতিফল তার—
সুতীক্ষ্ণ বাণের ঘায়ে হইবে মরণ!

সঙ্কেত হইল যেই কলম্ব অশেষ,
সুতীক্ষ্ণ ধারাল প্রান্ত, লাগিল বিঁধিতে
পাপীর কঠিন দেহে, জর্জ্জরিত হয়ে
পড়িল সীমার হায় লুটায়ে ভূমিতে!

"ওহে হে হোসেন প্রভো, কিবা লোভে হায়,
লক্ষ মুদ্রা আসে তোমা বধিনু কুক্ষণে,
ওই যে নরক-অগ্নি লোলজিহ্বা লয়ে
আসিতেছে গরাসিতে, দাও ছায়া বুকে।

ওই যে বিশাল বক্ষ পাপীর আশ্রয়
বিস্তারি দাও হে ছায়া করুণা-নিদান ;
পারি না, পারি না আর সহিতে এ জ্বালা,
দেখাও পাপারে প্রভো মহিমার দান।

সুনির্ম্মল পুণ্যতলে দাও শান্তিছায়া,
করুণার সিন্ধু তুমি, এমাম হোসন্,
তুমি বিনে প্রভো মোর রক্ষা আর নাই,”
বলিতে বলিতে পাপী মুদিল নয়ন।

পাপের শাস্তি।

মানবের ভাগ্য-সূত্র অনন্তের টানে
নিয়ে যায় মানবেরে কোন দূর দেশে,
ধীরে ধীরে কাটি তার জীবনের তার
ফেলে যায় অবশেষে সাহারার দেশে।

পিশাচ মানব-বুকে পাতিয়া আসন
দেখায় তাহারে কত মুরতি মোহন ;
বিষযুক্ত করে তার নির্ম্মল শোণিত,
অবশেষে দেয় তারে অশেষ যাতন।

নেমে আসে হায় যবে নৈশ-যবনিকা,
আঁধার আঁধার ঘোর আবরে নয়ন,
গতস্মৃতি একে একে জাগিয়া মরমে,
সম্মুখেতে টেনে আনে শ্মশান ভীষণ।

এজিদ শিবিরে বসি ভাবিতেছে মনে—
হানিফা-প্রতাপ আর সহ্য করা দায়,
দিন দিন সৈন্যনাশ, ধন বল হীন,
হানিফার জয় আশা অনিশ্চিত নয়।

তোগান-তুরকী-রাজে করিয়া বন্ধন
সীমার আসিতেছিল দামাস্ক নগরে,
কিন্তু কি বিধির বিধি! হ'ল অঘটন
ভুগিল পাপের শাস্তি হানিফার করে।

অলিদ হানিফা-হস্তে পরাজিত হায়!
লক্ষ লক্ষ সেনা তার হইয়াছে হত;
কি দোর্দ্দণ্ড মহাশক্তি হানিফা পামর!
মারওয়াঁ তার হস্তে হয়েছে নিহত।

কি কুক্ষণে মোহম্মদে মজেছিনু আমি!
হাতে হাতে প্রতিফল পাইতেছি তার;
দামাস্কের সিংহাসন হইবে বিলয়,
উদিবে মদিনা-রবি, তীব্র সৌর-কর।

সহস্র কিরণ-রশ্মি হানিফা-শিবিরে
নিশার তমসা নাশি জ্বল জ্বল করে;
ভাবিছে এজিদ ভয়ে সহস্র ফণিনী
আসিছে গ্রাসিতে যেন বিষফণা ধরে।

"লও হে পেয়ালা ভরে সুতীব্র সুরায়"
বলিল এজিদ জোরে সাকীকে তাহার;
সুগন্ধি সুরায় যেন শান্তি আর নাই;
"আন সুরা তীব্রতর" বলিল আবার।

জেয়াদের প্রতিশোধ হইয়াছে বেশ
নরকের বহ্নিমুখে জ্বলিছে পামর;
'অর্থলোভে প্রভুহত্যা' নিষ্ঠুর পিশাচ
উপযুক্ত প্রতিফল হাতে হাতে তার।

কল্য যুদ্ধে দামেস্কের পতন নিশ্চিত,
এজিদ দামাস্ক ছাড়ি করি পলায়ন
করিবে যে প্রাণরক্ষা" বলিতে বলিতে
এজিদ পড়িল ভূমে হয়ে অচেতন।

"অরে রে দুর্ম্মতি, তুই বিষের প্রয়োগে
করেছিস্ বধ মোরে, প্রতিশোধ তার
কল্যকার রণে পাবি হানিফার করে,
সহিবি সহিবি জ্বালা, পুড়ি নিরন্তর।

কৃতঘ্ন পামর তুই মাবিয়ার সুত,
প্রভুহত্যা করেছিস্ সেই পাপে হায়
দামাস্কেব অধিবাসী জ্বলিবে নিরত,
অধীনতা-দৃঢ়-পাশ পরিয়া গলায়।

ধিক্ রে এজিদ তুই রমণীর দেহে
করেছিস্ অস্ত্রাঘাত নিঠুর পরাণে ;
উপযুক্ত প্রতিফল পাইবি তাহার,
হইবে রে প্রতিশোধ কল্যকার রণে।

জলাভাবে বধেছিস্ কার্ব্বালা-প্রান্তরে
তিল তিল করি জ্বলে মরেছি অকালে,
তার প্রতিশোধ হবে হানিফার করে,
হারাবি, হারাবি প্রাণ তার প্রতিফলে।"

উঠিয়া বসিল পাপী সভয় অন্তরে,
শত শত বিভীষিকা চারিদিকে তার
আসিছে গ্রাসিতে যেন, ত্রাসেতে এজিদ
অচেতন হয়ে ভূমে পড়িল আবার।

পরিণাম !

প্রভাত হইল নিশা, উষার কিরণ
দামাস্ক-আকাশপ্রান্তে দিল দরশন,
নাচিল পুলকে যত আস্বাজী সেনানী
এস্লামের শত্রুরাশি করিতে হনন।

নিরখিল ক্ষণতরে এজিদ-সেনায়,
যেমতি ক্ষুধিত ব্যাঘ্র নিরখে হরিণী
শোণিত-পিপাসু হয়ে, অথবা যেমতি
ঘুরিয়া বেড়ায় রোষে মণিহারা-ফণী

মত্ত মাতঙ্গের মত ছুটিল আস্বাজী
কক্ষচ্যুত তারা প্রায় ধাঁধিয়া নয়ন,
কোষমুক্ত অসি সব উঠিল ঝলসি
শোণিত-পিয়াসা যেন করিতে বারণ।

রক্তিম তপন ধীরে দিল দরশন,
এজিদের সুখনিশা হ'ল অবসান;
মাতিল উভয় সেনা ভীষণ সমরে,
ছুটিল কুলম্বকুল, বাজিল বিষান।

বায়ু বিদারণ করি ছুটিছে বল্লম,
ঝক্‌মক্ করিতেছে তীক্ষ্ণ তরবার,
লইছে শত্রুর প্রাণ নিপুণ আঘাতে
সৌরকরে প্রতিভাত হয়ে বারবার।

আম্বাজী-সৈনিকগণ প্রভুনাম লয়ে
দামাস্কের সৈন্যরাজি করিছে হনন,
পাপ অনুচর যত এজিদের সেনা
হেরিছে সম্মুখে শত ভীষণ শমন।

অশ্বের দাপটে কত দামাস্কের সেনা
প্রাণশূন্য দেহ লয়ে রয়েছে পড়িয়া ;
ক্ষতমুখে রক্তধার হইয়া বাহির
আম্বাজী-সৈনিক সবে দিতেছে রঞ্জিয়া।

হানিফার দীর্ঘ বর্শা, তীক্ষ্ণ তরবার
শত্রুর লোহিত রক্তে হয়েছে রঞ্জিত,
সফেন, সুঠাম গ্রীব শুভ্র দুল্‌দুল্
শত শত অরি দেহ করিছে আহত।

এজিদের সেনাগণ প্রাণভয়ে সবে
পালাতে লাগিল ভয়ে রণক্ষেত্র ছাড়ি
দিশাহারা অশ্বগণ চলিল ছুটিয়া
পদাঘাতে করি চুর্ণ কত শত অরি।

হানিফার রক্তমুখ এজিদের চোখে
হইল পতিত, পাপী দেখিল সভয়ে,
হানিফার বীর দেহ ধরি পৃষ্ঠ পরে
আসিতেছে দুল্‌দুল্‌ মেদিনী কাঁপায়ে।

দামাস্কের অধিপতি ভীরু কাপুরুষ
নিজ অশ্ব পরে জোরে করিল আঘাত,
রণক্ষেত্র ছাড়ি অশ্ব চলিল ছুটিয়া
না পারি সহিতে সেই তীব্র কষাঘাত।

এজিদের বাজী পাছে শুভ্র দুল্‌ দুল্‌
চলিয়াছে পূর্ণবেগে, এই ধরে ধরে,
আবার পড়িছে পাছে, উভয় তুরঙ্গ
সমভাবে দৌড়িতেছে জঙ্গম পাহাড়ে।

পদাঘাতে শিলাখণ্ড পড়িছে ছুটিয়া,
এজিদ দৌড়িছে নিজ প্রাণরক্ষা তরে,
হানিফার মনোবাঞ্ছা এজিদের প্রাণ
লইবে কৃপাণ ঘায়ে সম্মুখ সমরে।

এজিদ অশ্বের বল্গা দিয়াছে ছাড়িয়া,
রাজধানী পানে অশ্ব চলিল ছুটিয়া ;
লম্ফদানে পার হয়ে নগরের দ্বার,
সবেগে ছুটিল অশ্ব তোরণ লঙ্ঘিয়া।

সহস্র আস্বাজী-হস্ত এজিদের আশে
হইল বিস্তৃত, হানিফা গর্জ্জিল রাগে
"এজিদ আমার বধ্য" সভয়ে সকলে
দাঁড়াল সরিয়া ; অশ্ব ছুটিল সবেগে।

উদ্যানের মাঝখানে কুঞ্জ মনোহর,
লতাপাতা আবরিত সজ্জিত সুন্দর ;
গুপ্তপুরী, রুদ্ধদ্বার, এজিদ লম্ফেতে
প্রবেশিল কুঞ্জমাঝে, বদ্ধ হল দ্বার।

হানিফাও অশ্ব হতে নামিল সবেগে,
সহসা উজ্জ্বল এক সুতীব্র আলোক
নির্ঘোষিয়া চারিদিক্ ভাতিল আকাশে,
কম্পিত হইল ভয়ে ভূলোক দ্যুলোক।

"হানিফার বধ্য নহে এজিদ পামর,
অনন্ত অনলে পাপা পুড়িবে হেথায়"
কম্পিত করিয়া শব্দে ভীষণ অনল
প্রবেশিল দ্বারপথে এজিদ গুহায়।

ভীষণ চীৎকার শব্দে পূরিল গগন,
পূতিময় ধূমরাশি উঠিল আকাশে ;
হানিফার ক্রোধবহ্নি হ'ল না নির্ব্বাণ,
চালাল কৃপাণ বীর ক্রোধের আবেশে।

আম্বাজী-সৈনিকগণ গণিল প্রমাদ,
এজিদের সেনাগণ দ্বিখণ্ডিত হয়ে
পড়িতেছে হানিফার ক্রোধবহ্নি-মুখে,
আবার উঠিল স্বর ত্রিদিব কাঁপায়ে—

"হানিফা, জান কি তুমি কত যত্নে হায় !
নরগণে নিজ হস্তে করেছি সৃজন,
আজ কিনা সেই সৃষ্টি করিয়া বিনাশ
জ্বালাময় ক্রোধবহ্নি করিছ বারণ !

অই যে পর্ব্বত দেখ প্রাচীরের মত,
আ-জনম রবে বন্দী উহার তলায় ;"
দেখিতে দেখিতে শৈল ঘিরিল তাহায়,
হানিফা প্রোথিত হল পর্ব্বত-গুহায়।

আম্বাজী-সৈনিকগণ শুনিল সভয়ে,
পর্ব্বতের মধ্যে যেন অশ্বপদধ্বনি,
ঢুল ঢুল হ্রেষা রবে থাকিয়া থাকিয়া
দামাস্কের শৈল যেন উঠিতেছে স্বনি।

লইয়া শোকের ভার তীব্র দিবাকর
ঢলিয়া পড়িল দুঃখে পশ্চিম আকাশে,
ভীষণ তিমিরে হ'ল আবৃত ধরণী,
জাগিয়া রহিল পূণ্য সততার পাশে

জয়নাল-অভিষেক।

নূহের প্লাবন যেন গিয়াছে বহিয়া,
পাতিয়া বিশাল বিশ্বে পুণ্যের আসন ;
হাসিতেছে দামাস্কস্ অপরূপ বেশে,
এস্‌লামের কমধ্বজা করিয়া ধারণ।

বহিতেছে দামাস্কসে উৎসবের রোল,
নগরী পুণ্যের স্রোতে উঠিছে হাসিয়া,
ভাসিয়া উঠিছে যেন বিশাল গরিমা,
পাপের করাল ছায়া গিয়াছে চলিয়া।

ধরিয়াছে সৌধাবলী কি শোভা সুন্দর!
স্বরগের শোভা যেন করেছে ধারণ ;
মনোরম বেশ ভূষা পরিয়া হরষে
চলিয়াছে রাজপথে নাগরিকগণ।

প্রাসাদে প্রাসাদে আজ উড়িছে নিশান
মদিনার জয়গাঁথা করি পরকাশ,
হেলে দুলে গর্ব্বভরে দুলিছে কভু বা,
রামধনু-শোভারাশি করিয়া বিকাশ।

কলধ্বনি, হর্ষোল্লাস উঠিছে নগরে,
স্ফূর্ত্তির ঝলকরাশি বহিছে কেবল ;
নাচায়ে মানব-প্রাণ আনন্দ-আবেশে
গৃহে গৃহে উঠিয়াছে আনন্দের রোল।

ভীষণ ঝটিকাপূর্ণ প্রলয়ের পরে
উদিল আকাশে পুনঃ বিমল তপন ;
বিমল কিরণে বিশ্ব উঠিল হাসিয়া,
চাহিল মধুর হাসে সুনীল গগন।

এজিদের পাপাচার উৎপীড়ন ভারে
উঠেছিল ঘরে ঘরে মহা হাহাকার ;
নাশিয়া পাপের সেই ভয়াল মুরতি
উদিল পুণ্যের ছবি দামাস্কে আবার।

বিচরিছে সিংহদ্বারে দ্বৌবারিক দল
তীক্ষ্ণধার মুক্ত অসি শোভিছে করেতে ;
চলগো কল্পনে অয়ি! হেরি রাজসভা
অপূর্ব্ব সুখের ধারা লভিতে হৃদেতে।

মসলিন্‌-যবনিকা ঝূলিতেছে দ্বারে,
মন্দ সমীরণভরে উঠিছে দুলিয়া ;
গোলাব-ঝরণাগুলি উৎসারিত হয়ে
বহিছে সৌরভে সভা মোহিত করিয়া।

থরে থরে পুষ্পরাজি রয়েছে সজ্জিত,
আকুল করিছে প্রাণ সুগন্ধি আতর ;
লতা পাতা আবরিত শ্বেত স্তম্ভাবলী
বিশাল বিরাট দেহে শোভিছে সুন্দর।

রথিবৃন্দে পরিবেষ্ট জয়নাল আবদীন
বসিয়াছে সিংহাসনে প্রফুল্ল আননে,
অযুত তারার মাঝে সুধাংশু যেমন
উছলি প্রতিভা যেন উঠিছে বদনে।

রিপুদল দলি পদে মহারথীগণ
গর্ব্বিত আননে সবে রয়েছে বসিয়া ;
মন্দ সমীরণভরে পতাকানিচয়
পত্‌পতে উড়িতেছে থাকিয়া থাকিয়া।

কাঁপায়ে সে সভাতল গভীর স্বননে,
কহিল হানিফা মন্ত্রী গাজী রহমান,—
"পাপের পতন আর ধর্ম্মের বিজয়
বিধির অপূর্ব্ব সৃষ্টি অপূর্ব্ব বিধান!

সমরে দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা অরিকুল-ত্রাস
হে বীরেন্দ্র মহারথী এরাক-ঈশ্বর,
দেখালে বীরত্ব তব, কৌশল অশেষ
জিনি বাহুবলে তব দামাস্ক-সমর।

তোগান-তুরকী-রাজ, তোমাদের পাশে
অচ্ছেদ্য-নিগড়ে বাঁধা এস্‌লাম-গৌরব
দামাস্ক অধীন আজ তোমাদের বলে"
এতেক বলিয়া মন্ত্রী হইল নীরব।

অধীনস্থ রাজগণ একে একে আসি
চুমিল সম্মানে সবে এমামের কর,
নিস্তব্ধ, নীরব সেই রাজ-সভাতল
এমামের জয়কারে হইল মুখর।

আরম্ভিল পুনঃ মন্ত্রী গাজী রহমান,
“হে মক্কা-মদিনাবাসী মোসলেমনিচয়,
যে শকতি দেখায়েছ করাল সমরে,
করেছ যে মহাবলে দামাস্ক বিজয়,—

পৃথিবীর ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে
রহিবে অঙ্কিত তাহা, হবে না বিলয় ;
তোমাদের অস্ত্র-বলে, সমর-কৌশলে—
বসিয়াছে সিংহাসনে হোসেন-তনয়।

আম্বাজের মহারথী বীর যোদ্ধৃগণ,—
অরিকুল-ত্রাস রণে, দুৰ্দ্ধর্ষ সমরে,—
এসলাম-গৌরব পুনঃ করিতে উদ্ধার
করেছ যে মহারণ দামাস্ক-প্রান্তরে,—

যত দিন রবি শশী উদিবে গগণে—
এ মহান্ মহিমা গাথা হবে না নীরব,
অযুত মোসলেম-কণ্ঠে হইবে ধ্বনিত,
বিলীন হবে না কভু এ মহা গৌরব।

দামাস্কের অধিবাসি, জানহে তোমরা
মাবিয়ার ব্যবহারে হয়ে তুষ্ট অতি—
দামাস্কের সিংহাসন পুরস্কার রূপে
দিয়েছিল যোদ্ধ,শ্রেষ্ঠ আলী মহামতি।

মাবিয়ার ষড়যন্ত্রে গুপ্ত অরি-করে
হইল নিহত আলী প্রার্থনা-মন্দিরে ;
করিল অশেষ চেষ্টা দুর্ম্মতি নারকী,
মক্কার পবিত্র ধ্বজা অধিকার তরে !

মাবিয়া তনয় পুনঃ পাপাত্মা এজিদ
জয়নাব-রূপ-মোহে হইয়া পতিত,
দামাস্ক স্বাধীন বলে করিল ঘোষণা
করিতে মক্কার শৌর্য্য চির-আবরিত।

অপূর্ব্ব কৌশলভরে বিষের প্রয়োগে,
করিল নিহত পাপী এমাম হাসানে,
জ্বলিয়া উঠিল তা'তে ভীষণ সমর,
বাধিল তুমুল রণ মদিনার সনে !

কিন্তু কি ভীষণ ধূর্ত্ত মাবিয়া-তনয় !
জেয়াদে ছলিয়া পাপী মুদ্রা-প্রলোভনে,
কারবালা হত্যাকাণ্ড করি উদ্‌যাপন
বহা'ল শোকের ধারা মোস্‌লেম-নয়নে।

স্বাধীনতা-উপাসক মোস্‌লেমের করে
পাপের কালিমা ছায়া গিয়াছে মুছিয়া ;
ভাতিছে গগনে পুনঃ এস্‌লাম-তপন
বিমল কিরণে বিশ্ব উঠিছে হাসিয়া।"

কাঁপায়ে সে সভাতল গভীর স্বননে,
উঠিল অযুতকণ্ঠে "এস্‌লামের জয় ;
পাপের পতন আর ধর্ম্মের বিজয়,
জয় জয় জয় ওগো এমামের জয়।"

বিধির অপূর্ব্ব বিধি, অপূর্ব্ব বিধান
হেরিল তপন আজি হসিত-আনন !
দামাস্কের সিংহাসনে ফুল্ল পদ্ম সম—
বসিয়াছে জয়নাল হোসেন-নন্দন !

সমাপ্ত

মৌলবী ফজলুর রহীম চৌধুরী এম, এ, সাহেবের গ্রন্থাবলী।

ডিরেক্টর কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য মনোনীত।

১। পয়গম্বর-কাহিনী। ৩য় সংস্করণ

জগতের আদি মানব হজরত আদম হইতে আরম্ভ করিয়া হজরত এসহাক পর্য্যন্ত নবীগণের জীবনী সম্বলিত গবেষণাপূর্ণ অতি মনোরম ও প্রাঞ্জল ইতিহাস। মনোরম কপড়ের বাঁধাই মূল্য ১৷৷০।

(২) সোহরাব-রুস্তাম।

সওগাত ও সাধনা প্রভৃতি মাসিক পত্রিকা কর্তৃক প্রশংসিত।

সেই সোহরাব-রুস্তামের প্রাণস্পর্শী মর্ম্মবিদারক কাহিনী আপনি কি এখনো পড়েন নাই? বীরপুত্র চলিয়াছে বীর পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে। সম্মুখে বাধা বিঘ্ন বালুকণার ন্যায় উড়িয়া যাইতেছে। ভবিষ্যতের বিধান চমৎকার। পিতা-পুত্র যুদ্ধ, ভীষণ যুদ্ধ। অন্যায় যুদ্ধে পিতা কর্তৃক পুত্র নিহত। ঐ যে অকসাস্ তীর! সব নীরব! এমন মর্ম্মভেদী কাহিনী একবার পড়িয়া দেখুন। মূল্য মাত্র বারো আনা।

৩। Anglo Arabic Word Book.

আরবী শিক্ষার্থিগণের জন্য অপূর্ব্ব পুস্তক। ব্যাকরণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া পুস্তকখানি নিপুণতার সহিত বিরচিত হইয়াছে। শিক্ষকগণ এই পুস্তকের সাহায্যে সুন্দররূপে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে পারিবেন। মূল্য আট আনা মাত্র।

৪। এসরাইল বংশীয় নবীগণ

"এই পুস্তকখানি পয়গম্বর কাহিনীর দ্বিতীয় খণ্ড। ইহাতে হজরত মুছা হইতে হজরত ইছা পর্য্যন্ত নবীদের জীবনী ও কার্য্যাবলী দক্ষতার সহিত সহজ সরল ও হৃদয় গ্রাহী ভাষায় লিখিত হইয়াছে। মূল্য মাত্র পাঁচ সিকা।

৫। কোরআনের সুবর্ণকুঞ্জিকা

ইহা পয়গম্বর কাহিনীর শেষ খণ্ড,—ইহাতে সভ্যতার ইতিহাস, আরবদের প্রাচীন ইতিহাস, বিশ্বজনীন সভ্যতা বিস্তারে এছলামের স্থান, এছলামের ভাববাদী তদীয় সংক্ষিপ্ত জীবনে কি আশ্চর্য্যভাবে বিশ্ব মানবতাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন তাহা অতি সুন্দর ভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এছলামের মূল নীতি সমন্বিত কোরআনের কুঞ্জিকা। মনোরম বাঁধাই এবং সুন্দর কাগজ ও ছাপা। মূল্য এক টাকা।

৬। মেশকাত-শরীফ (বাঙ্গালা)

মোছলমানের পথ প্রদর্শক হজরত মোহাম্মদ এর অমর বাণী মেশকাত শরীফ হাদিছ। দিনদারী ও দুনিয়াদারী সকল কাজেই প্রত্যেক মোছলমানের হাদীছ জানা দরকার। এই জন্য ধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য প্রত্যেক মোছলমান ভাইকে জানাইবার জন্য উহার সঠিক অনুবাদ বাংলা ভাষায় বাহির করা হইল। হাদিছ খানি প্রায় সাত শত পৃষ্ঠায়সম্পূর্ণ কাপড়ের বাঁধাই। মূল্য মাত্র সাড়ে তিন টাকা।

৭। আরবী সহচর (যন্ত্রস্থ)

আরবী শিক্ষায় অপূর্ব্ব পুস্তক। ইহাতে ব্যাকরণ ছাত্রদের বুঝিবার জন্য বিশেষ সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন, অনুবাদ প্রভৃতি ও উহার কায়দা প্রদত্ত হইয়াছে। পুস্তকের বিশেষ বিশেষত্ব এই যে ইহাতে تعليل عوامل ইত্যাদি কঠিন ও দুরূহ বিষয় সমূহ সহজ কবিতা আকারে দেওয়া হইয়াছে।